অত্রত্য হিন্দুগণ এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্তঃ—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, শূদ্র, গোপ, নাপিত, (নাই) কুম্ভকার, (রুদ্রপাল), কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, তেলী, (পাল), বারুই, কুরি, মালাকার ; কলতা ; লগ্নাচার্য্য, যোগী, (নাথ), নট, সুরি, সূত্রধর, চূর্ণিয়া, কৈবর্ত্ত, ঝাল, ধোবা, কাপালিক, পাটুনি, তীওর, পাড়িতা, চণ্ডাল, (চঙ্গ), ডোম, মুচার (মুচী), মালী, জাতবৈরাগী ইত্যাদি (১)।

(১) এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, এবং বৈদিক এই তিন শ্রেণী দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীই অনেক। সাধারণ্যে ইহাদের ব্যবসা যাজন। কেহ কেহ চাকুরিও করিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে চিকিৎসাদি অন্যান্য ব্যবসায়াবলম্বীও দৃষ্ট হন। এস্থলে পূর্ব্বে অনেক বিখ্যাত নামা পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমান কালে পণ্ডিতদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বহুশাস্ত্রপারদর্শীও লক্ষিত হন। আঢ্য ও ভূ স-ম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণও অনেক আছেন। পরন্তু সকলেরই কিছু কিছু ব্রহ্মোত্তর ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাদিগের মধ্যে সেবীর ভট্টাচার্য্য, বানিয়াপাড়ার মৈত্র জালকাটা ও শালধার চক্রবর্ত্তী, বিলডোরার তালুকদার, ছনকান্দার ভট্টাচার্য্য, কালডোয়ারের জোয়ারদার, নাশুলা, বনগাঁও ও দাদুরার ভট্টাচার্য্য, বাইঞা-বিশ্বনাথ পুরের চক্রবর্ত্তী, এবং পাগলার জোয়ারদার, প্রভৃতি গোষ্ঠী সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন অল্প সংখ্যক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণও বাসকরেন।

ক্ষত্রিয়দিগের সংখ্যা অল্প। ইহাদের কাহার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, এবং কেহ কেহ বা চাকরি করিয়া থাকে। অপর কতকগুলি

রজঃপুত আছে তাহারা গোধূমপেষণ ও চাকুরি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

বৈদ্যদিগের মধ্যে নন্দিবংশীয় চৌধুরীগণ এখানকার মৌলিক জমিদার। পরন্তু জয়দাস বংশোদ্ভব এক ঘরও জমিদার আছেন। এতদ্ভিন্ন সহর সেরপুরের রায়, পত্রনবিশ, সেন ও ধর, এবং স্বদেশীর মজুমদার গোষ্ঠী বিশেষ খ্যাত। ইহাদের সকলেরই অল্প অধিক ভূমি সম্পত্তি আছে।

শূদ্রদিগের মধ্যে সহর সেরপুরের নাগ, মিত্র, ও বক্সী, পাইকুড়ার মৌলিক, মেদার দাস, ও পাল, বা খাইবদাস, গোমগাঁয়ের সরকার নাশূল্যার গণ্ড, এবং পঞ্চানন্দপুরের চাক্ষ ও নাগ প্রভৃতি বংশ অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। ইহাদের অনেকেই সঙ্গতিশালী। পরন্তু সেরপুরের নাগগণ এবং পাইকুড়ার মৌলিকপরিবার সবিশেষ আঢ্য। কেহ কেহ চাকুরি করিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীস্থ শূদ্রগণের অনেকে ভৃত্যকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; ইহারা সিকদার বলিয়া খ্যাত।

গোপেরা, আহিরী, বারেন্দ্র এবং নন্দগোপ এই তিন শ্রেণী বিশিষ্ট। বটগাছিয়াকান্দা ও নখলা প্রভৃতি স্থানে আহিরীরা বাস করে। মহিষপালন বারেন্দ্রগণের প্রধান উপজীব্য। এ নিমিত্ত উহাদিগকে "মহিষা গোয়াল" ও কহে। রাঙ্গামাটিয়া ও কুমরি আদি গ্রামে ইহাদিগের নিবাস। নন্দগোপেরা সাপমারি, লছমন-পুর ও ছনকান্দা প্রভৃতি গ্রামে অবস্থিতি করে।

বারইদিগের মধ্যে কালীহরের জোয়ারদার গোষ্ঠীই সবিশেষ খ্যাত। কুরিদিগকে মদকও কহে। ইহারা গুড়চিনির ব্যবসা ও কৃষি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। কলতারা উত্তরদেশ হইতে আগত জাতি বিশেষ। উহারা এখানকার সর্ব্বত্র তাদৃশ ব্যবহার্য্য নহে।

মুসলমানগণ এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্তঃ—

সামান্য মুসলমান, কুলু, ডালাতিয়া, ঢুলী, দাই, জোলা, ঠাটারু, মাটিয়া প্রভৃতি (২)।

পাহাড়িয়া ও অন্যান্য অর্দ্ধসভ্যজাতির শ্রেণী ভেদ যথাঃ—রাজবংশী, মেচ, হাজঙ্গ, কোচ, হাত্রী, ডালু, বানাই, গার প্রভৃতি (৩)।

পূর্ব্ব সেরপুরেই কাপালিকদিগের বসতি নয়নগোচর হয়। চণ্ডাল-দিগের এক শ্রেণী মৎস্যজীবী। তাহারা মাছুয়া চাড়াল বলিয়া খ্যাত। মালীরা ভুঁইমালী ও বাজনিয়া মালী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমোক্তেরা ময়লা পরিষ্কার এবং মৃত্তিকা খননাদি করে। ঢাক, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যকরাই শেষোক্তদিগের জাতীয় ব্যবসা।

(২) এ পরগণার পূর্ব্বাঞ্চলে সাধারণ মুসলমান এবং ঢুলি ও দাই ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণী অতিবিরল। ঢুলিরা নাগারচি বলিয়াও খ্যাত। অনেক গ্রামে মুসলমানজাতির বাস দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের মধ্যে ধারার খাঁ গোষ্ঠী বিশেষ সম্ভ্রান্ত। তদ্ভিন্ন সহর সেরপুরের চৈয়দ, বীরবান্দার মীর, ভুঞারদির মীর ও মিঞা, ঘাগরার খাঁ, এবং এবং নাঙ্গল যোড়ার বিশ্বাস প্রভৃতিও অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

(৩) রাজবংশীরা ১১৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষে পাতিলা দহ ও বাহির বন্দর প্রভৃতি পরগণা হইতে এখানে আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বা-ঞ্চলে মেচ, কোচ ও রাজবংশী এই তিন জাতির বসতি লক্ষিত হয় না। কিন্তু ডালু ও বানাই ঐ অঞ্চলে অধিক। গার, হাজঙ্গ ও হাত্রী পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় ভাগেই দৃষ্ট হয়। প্রাচ্যহাত্রীদিগকে হদি কহে। পাহাড়ই গারগণের প্রকৃত বাসস্থল, পরন্তু কখন কখন অন্যান্য স্থানেও উহাদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। ইহাদিগের

সামাজিক লক্ষণ—সেরপুর বাসিগণ সাধারণতঃ অলস, উদ্যমবিহীন এবং স্ব স্ব অবস্থার উৎকর্ষ সধনে উদাসীন। বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমনে ইহাদের বিশেষ প্রবৃত্তি দৃষ্টহয় না। ভদ্র শ্রেণীস্থ অনেকের অবস্থা আজি কালি নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। স্থল বিশেষে অধিবাসিগণের ভদ্রাসন সকল নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন এবং তাহার চতুষ্পার্শ্ব জঙ্গল, আবর্জ্জনা ও পুতিগন্ধে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। পরন্তু নিরুৎসাহ এবং ঔদাসীন্যই যে উহার একমাত্র কারণ এমত নহে, লোক সংখ্যার স্বল্পতা এবং অধিকাংশের নিঃস্বতাও তাহার অন্যতম হেতু। নিম্ন শ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকেরা সচরাচর হাটবাজারে যাইয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ভোগবতী নদীর পূর্ব্বদিক্ বাসিগণের মধ্যে কেবল হাত্রী প্রভৃতি কয়েকটি জাতিতে এই ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভাটী অঞ্চলে গোপ ভিন্ন অন্য জাতীয়েরা দুগ্ধাদি বিক্রয় করে না। কোন গৃহস্থের আলয়ে অপর ব্যক্তি আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করিলে ইতর লোকে তাহাকে "ওয়ালা" কহে।

মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা চেপ্টা এবং আকার সাধারণতঃ খর্ব্ব। গারদিগের বর্ণ প্রায় কাল দেখিতে পাওয়া যায়না। উহাদের শরীর বিলক্ষণ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। গোপশ্মশ্রু অধিক জন্মে না। ইহাদের মধ্যে ঘোষগায়ের ভূঞাগণ সমধিক প্রসিদ্ধ ও ঋদ্ধিমান

LITHO. BY PREO NATH DAS DUTT BROTHERS LIT.
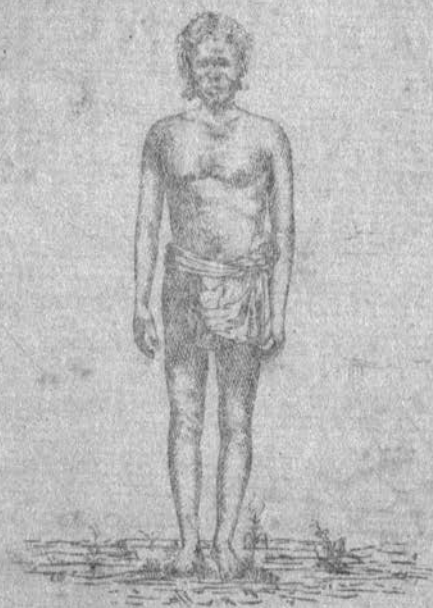
GARROW MALE

FROM A PHOTOGRAPH TAKEN BY THE AUTHOR.

এ পরগণার ব্রাহ্মণদিগের কাহাকেই প্রায় বসতি বটীর খাজানা দিতে হয় না। ক্ষত্রিয়াঙ্গনাগণের বিবাহের পর সচরাচর পিত্রালয়ে গমন করিবার নিয়ম নাই। নন্দগোপেরা এক এক শ্রেণীতে বহু সংখ্য করিয়া বাস করে। তাহাদিগের গৃহ গুলি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, সুতরাং দেখিতে এক সুদীর্ঘ গৃহের ন্যায় প্রতীত হয়। গৃহ গুলির রচনা প্রণালীও অন্যরূপ। এই গৃহ শ্রেণী "আওর" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আহিরী ও নন্দগোপেরা হলধারণ ও কৃষিকার্য্য দোষাবহ বিবেচনা করে। যোগিদিগের ব্রাহ্মণ নাই। উহাদিগের কেহ কেহ যাজনাদি কার্য্য সমাধান করে। ইহারা পণ্ডিত বলিয়া কথিত। লগ্নাচার্য্যদিগের এক শ্রেণী সূত্রধরদিগের যাজক। নট, সুরি, চূর্ণিয়া, কৈবর্ত্ত, ঝাল, ধোবা, কাপালিক, পাটুনি, তীওর, ডোম, মুচার, চণ্ডাল ও মালী প্রভৃতির বর্ণ ব্রাহ্মণ আছে। বর্ণ ব্রাহ্মণদিগকেও পণ্ডিত কহে। পাটুনি, তীওর, ডোম, মুচার, চণ্ডাল ও মালী প্রভৃতির নাপিত ধোবা নাই। সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চলে নাপিতগণ সাহাদিগের ক্ষৌর কর্ম্ম এবং চণ্ডালেরা নাপিতদিগের শিবিকা বহন করিতেছে না। চণ্ডালদিগের মধ্যে সংগ্রহ

চ, মেচ ও হাজঙ্গেরা সচরাচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে ও তৎ সন্নিহিত [illegible]গে বাস করে। হাত্রী, ভালু ও বানাই প্রভৃতি জাতিও দৃঢ়কায় [illegible]লিষ্ঠ।

(সাঙ্গা) রীতি প্রচলিত আছে। মুচারদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবার প্রথা নাই।

সামান্য মুসলমানেরা কুলু ও ভালাতিয়া ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর সহিত আহার ব্যবহার করে না। পূর্ব্বাঞ্চলে কুলু নাই তত্রত্য লোকেরা চণ্ডাল ও তেলী প্রভৃতির নির্ম্মিত তৈল ব্যবহার করে। পূর্ব্বে ভালাতিনীরা পর্ব্বাহ বিশেষে জারি-গান করিত, এক্ষণে সে প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাজবংশীজাতি সত্যপ্রিয়। ইহাদের বর্ণ ব্রাহ্মণ আছে। হাজঙ্গেরা সচরাচর সিদ্ধ তণ্ডুল ও দুগ্ধ ব্যবহার করে না। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবমতাবলম্বী লোক অনেক, উহারা মৎস্য মাংস খায় না। বৈরাগী, অধিকারী, জোয়ারদার ও সিক দার প্রভৃতি উপাধিধারী ব্যক্তিগণ হাজঙ্গ-সমাজে বিশেষ মান্য। অধিকারিদিগের শিষ্য ব্যবসা আছে। যে সকল হাজঙ্গ গোপালকামাখ্যা প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া থাকে, উহাদিগকে দেউশী কহে। লোকের বিশ্বাস এই ঐ সকল দেবতা দেউশিদিগের অর্চ্চনায় যেরূপ প্রীত ব্রাহ্মণের পূজায় সেরূপ হন না। হাজঙ্গদিগের নাপি ধোবা আছে। ইহারাও সত্যনিষ্ঠ। ডালুরা বর্ত্তমান অনভিমতে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে না। উহা গের উত্তরাধিকার প্রণালী অন্যবিধ। স্বোপার্জ্জিত পত্নীই অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারিণী। ভার্য্যার অভাবে ক

তদনন্তর শ্যালী, এবং তদভাবে শ্যালীর কন্যা উত্তরাধিকারিণী হইয়া থাকে। পৈতৃক বিষয়ে পুত্রের অধিকার বিতর্কসহ। মাতৃবিয়োগ হইলে ডালুবিধি অনুসারে কন্যাকে মাতামহীর সহিত বাস করিতে হয়। ঐ অবস্থায় দুহিতা কেবল মাতার নহে, মাতামহীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য অর্দ্ধসভ্য জাতি মধ্যেও প্রায় এইপ্রকার দায়াধিকার ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জাতি সুরাপায়ী। ইহারা স্ব স্ব গৃহে একপ্রকার সুরা প্রস্তুত করে, তাহা পঁচিসরাপ * বলিয়া খ্যাত। হাজঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন জাতির নাপিত ধোপা নাই। ডালু ও হাত্রী প্রভৃতি জাতীয়েরা ভার বহনাদি কার্য্য-সম্পাদন

---

* পঁচিসরাপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—"কাঁটালের ডোগা, আদা, গাছমরিচ, লাডেগাছ (পার্ব্বতীয়) তিত বেখড়ের গোটা, চাউলের গুঁড়ার মধ্যে উপরোক্তবস্তুসকল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় গুঁড়া একখানি চালুনের উপর খড় পাতিয়া ছড়াইয়া রাখে। এক দিবস থাকিলেই বাখর প্রস্তুত হয় এবং গন্ধ নির্গত হয়।"

"আছাটা বিন্নি কি আউস চাউল পাক করিয়া কিছু শক্ত থাকিতে নামাইয়া ধাড়ীর উপর ছড়াইয়া শীতল করিয়া লইতে হয়। পরে বাখরের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ডুলিতে ভরিয়া এক রাত্রি রাখিতে হয়। তৎপর কেহ জল মিশ্রিত করে, কেহ এমনি ও রাখে। জল মিশ্রিত করিলে কিছু তিক্ত হয়। পরে ভাত ছাকিয়া খাইতে হয়। প্রত্যেকে /১, /১॥, /১৫ পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে।" (ময়মনসিংহ শাখা ভারতবর্ষীয় সভার দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণ ৬। ৭ পৃঃ)।

করে। হাজঙ্গ ব্যতীত সমস্ত পাহাড়িয়া ও অৰ্দ্ধসভ্য জাতিতে সঙ্গৃহ-প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাদের স্ত্রীগণ অত্যন্ত শ্রমশীলা ও সমধিক স্বতন্ত্রা। উহারা বক্ষের উপরিভাগ ও হাটুর নিম্নদেশ বস্ত্রাবৃত করে না।

গারদিগের বাস-প্রণালী অতি আশ্চর্য্য। উহাদিগের গৃহগুলির ভিত্তি বংশ নির্ম্মিত, এবং বহু সংখ্য খুটির উপরি সংস্থাপিত। এই সকল গৃহকে চাঙ্গ কহে। চাঙ্গে ও তৎ চতুষ্পার্শ্বে হৃষ্ট পুষ্ট গো ও শূকরপাল নয়নগোচর হয়। বাসগৃহে শুষ্ক ও বিকৃত মৎস্য মাংশের অবস্থান প্রযুক্ত সর্ব্বদা তাহা হইতে অতিন্যক্কারজনক অবিষহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। ইহারা মনুষ্য ব্যতীত প্রায় সকল জন্তুই ভক্ষণ করে; কুক্কুর, ভেক, গোধিকা, ও সর্প প্রভৃতি যে সমস্ত জীব অপর সাধারণের অখাদ্য, ইহারা প্রীতমনে উহাদের আম বা অৰ্দ্ধপক্ক মাংস আহার করিয়া থাকে। কথিত আছে, মেকুরাদেও নামক উপদেবতা বিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ইহারা বিড়ালের বিশেষ সমাদর করিয়া থাকে ও উহার মাংস ভক্ষণ করে না। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, যেদুগ্ধ সর্ব্বজাতির ব্যবহার্য্য ও পরম উপাদেয় সামগ্রী, উহারা তাহা ব্যবহার করে না; অধিকন্তু গোমূত্র জ্ঞানে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকে। গারপুরুষে। চারি পাঁচ অঙ্গুলি পরিসর, স্বজাতি নির্ম্মিত, রেখাযুক্ত

GARROW FEMALE

FROM A PHOTOGRAPH TAKEN BY THE AUTHOR.

এক প্রকার স্থূল বস্ত্র পরিধান করে, এবং উহা সম্মুখ ভাগে কোছার ন্যায় ঝুলাইয়া রাখে। কেহ ময়ূরাদির পুচ্ছদণ্ড এবং শল্যশলাকা প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব কোছা অনুরঞ্জিত করে। কেহবা কেশকলাপ ঊর্দ্ধীকৃত করিয়া তজ্জাতীয় অন্যচেল খণ্ড মস্তকের চতুর্দ্দিকে উষ্ণীষাকারে বন্ধন করে। ইহারা স্ত্রী পুরুষে শ্রুতিমূলে বহুসংখ্য পিত্তল নির্ম্মিত বলয়াকার অলঙ্কার বিশেষ ধারণ করে। উহাকে বাজনি কহে। বাজনি সকলের ভারে কর্ণলতিকা ঝুলিয়া পড়ে, এবং কখন কখন ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপ ছিন্ন হওয়াকে উহারা সমধিক সম্মান জনক বিবেচনা করে। কোন কোন গারকে হস্তেও দুই একগাছি বাজনি ধারণ করিতে দেখা যায়। গারদিগের ব্যবহৃত এই বাজনির অশুভ নিবারকতা আছে, এ অঞ্চলস্থ কোন কোন ব্যক্তির এরূপ সংস্কার থাকাতে তাহারা কখন কখন উহা শিশুদিগের হস্তে পরাইয়া দেয়। কাউয়াকাঠি নামক বৃক্ষ বিশেষের ফল এবং স্ফটিক ও শঙ্খমালাদি গারদিগের গ্রীবাভরণ। ইহারা কাষ্ঠ, কার্পাস ও উপশৈলজাত অন্যান্য দ্রব্য জোঙ্গা নামক বংশনির্ম্মিত এক প্রকার ক্ষুদ্র করণ্ডিকাতে (চুপড়ি) করিয়া বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে। জোঙ্গা সূক্ষ্ম ও কঠিন বৃক্ষত্বক দ্বারা মস্তকে সংবদ্ধ এবং পৃষ্ঠদেশে দোলায়মান থাকে। কথিত আছে, গারজাতির মধ্যে ভ্রষ্টা স্ত্রী অল্প।

বিবাহ হইলে পুরুষকে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে হয়। ইহারা পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বাস করিতে ভাল বাসে। সমতলবাসি অন্যান্য লোককে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করে।

গাররা স্বভাবতঃ ভীরু কিন্তু প্রতিহিংসা পরতন্ত্র, নৃশংস ও একগুঁয়ে। ইহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ একতা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হইলে উহারা ডিণ্ডিমাদি বাদ্য করিয়া পরস্পরকে জ্ঞাপন ও সতর্ক করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধানেরা ভূঞা শব্দে অভি-হিত। গাররা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—আবরী ও লাম-দানী। যাহারা উচ্চতর উদীচ্য উপশৈলে বাসকরে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত, এবং যাহারা ক্ষুদ্রতম পাহাড়ে বা ইদানীং সমতল প্রদেশে আসিয়া বসতি করিতেছে তাহা শেষোক্ত নামে পরিচিত। আবরীরা সমধিক হিংস্র ও ভয়ঙ্কর। লাম-দানীরা উহাদিগের বিশেষ ঘৃণার পাত্র। ইহাদের মধ্যে মৃত ভূঞাদিগের শব সমভিব্যাহারে দাস ভাবে মনুষ্য মস্তক প্রদানরূপ এক অতিনিষ্ঠুর ও লোমহর্ষণ কুপ্রথা প্রচলিত আছে। এই নিদারুণ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা কখন কখন নিম্নতর প্রদেশে অবতরণ পূর্ব্বক কত নিশ্চিন্ত, ও সুখ সুপ্ত ব্যক্তির মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া যায়। সুখের বিষয় এই আবরীদিগের ঈদৃশ অত্যাচার

সর্ব্বদা শ্রুতিগোচর হয় না। গারদা, গারছোরা ও ডিগ্রি ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। সমতলবাসিদিগের সংস্রবে লোমদানিদের স্বভাব চরিত্র ও পরিচ্ছদাদির অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে এবং কোনকোনগার অপেক্ষাকৃত সভ্যতাও লাভ করিয়াছে। উহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে বাঙ্গলা কহিতেও বুঝিতে পারে। পরন্তু আবরীরা সমধিক অসভ্য ও তাহাদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য। উহাদের সহিত কথোপকথন করিতে হইলে দোভাষিয়া (বাঙ্গলা ও গার ভাষাভিজ্ঞ) দিগকে অবলম্বন করিতে হয়। সচরাচর লামদানীগার, হাজঙ্গ ও কোচ প্রভৃতি জাতীয়েরা দোভাষিয়ার কর্ম্ম করিয়া থাকে। গারগণ ভিন্ন ভিন্ন নিরিখে চাঙ্গ ও পাবরের (তাহাদের আবাদি ভূমির) খাজানা প্রদান করে। এতদ্ভিন্ন পচাপাতা, কার্পাস, ও তেজপত্র প্রভৃতি উপপর্ব্বত সমুৎপন্ন বিবিধ দ্রব্যজাতও কর বা উপঢৌকন স্বরূপ অর্পণ করিয়া থাকে।

জাতীয় উৎসব—যেরূপ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে রথযাত্রা, দশহরা ও দোল যাত্রা প্রভৃতি ; বিবাহাদি বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এবং সাময়িক লোক যাত্রা উপলক্ষে অত্রত্য অধিবাসিগণ মধ্যেও উৎসব চিহ্ন লক্ষিত হয়। সমস্ত সেরপুরে বিশেষতঃ ভাটী অঞ্চলে মনসাপূজা ও কার্ত্তিক ব্রতোপলক্ষে বাহুল্যরূপে নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কার্ত্তিক ব্রতের রজনীতে হাত্রী-

জাতীয়া অঙ্গনার নানাপ্রকার বেশ ও পরিচ্ছদ ধারণ পুরঃ-
সর অতিঅশ্লীল ও অশ্রাব্য গানাদি করিয়া থাকে। আহ্লা-
দের বিষয় এই, এই কুৎসিত প্রথা অল্পে অল্পে উঠিয়া যাই-
তেছে। পৌষমাসে নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকেরা দ্বারে দ্বারে
"গোক্ষ নাথ" "বা বাঘের মাগন" নামক এক প্রকার মাগন
ভিক্ষা করিয়া থাকে, ঐ সময়ে দলবদ্ধ বালকেরা, এক এক
বার কতকগুলি করিয়া, পর্য্যায় ক্রমে সমস্বরে চীৎকার পুরঃ-
সর কতিপয় অভ্যস্ত পদ উচ্চারণ করে। মাগনে যে অর্থাদি
সংগৃহীত হয় তদ্দারা তাহারা উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে
কোন প্রান্তর মধ্যে ব্যাঘ্রের পূজা দেয়, ও সকলে মিলিয়া
পিষ্টক ও পরমান্নাদি ভোজন করে। ঐ দিবস ইতরজাতীয়
পুরুষেরা বেলাবাড়ী নামক ক্রীড়া বিশেষের অনুষ্ঠান করে।
ইহা ক্রিকেট খেলার প্রকার ভেদ মাত্র। বেলা, কাষ্ঠ নির্ম্মিত
গোলাকার পদার্থ এবং যে দণ্ড দ্বারা উহা তাড়িত হয়,
তাহাকে "তাড়া" কহে। অনন্তর মল্লক্রীড়া আরম্ভ হয়।
তৎকালে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা যুগলে যুগলে সমাগত
হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে থাকে,
এবং তৎপর পরস্পর মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইহা হুমালি
বলিয়া খ্যাত। বালকেরাও উহাতে উদাসীন থাকে না।
ক্রীড়াস্থলে বহুসংখ্য দর্শক উপস্থিত থাকে। মদন চতুর্দ্দ-
শীর কিয়দ্দিন পূর্ব্বাবধি চণ্ডাল, মালী ও হাড়ী প্রভৃতি জাতী
য়েরা চামরবদ্ধ কতকগুলি বাঁশ ধারণ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে

কামদেবের জন্মঘটিত গাথা বিশেষ গান করিয়া ফিরে। ইহাকে যাগ্য কহে। চতুর্দ্দশীর দিন কামদেব পূজা ও তৎপর দিবস " বাঁশঠাণ্ডা " করা হয়। প্রাগুক্ত চামরবন্ধ বাঁশগুলির জল নিমজ্জন ক্রিয়াকে বাঁশঠাণ্ডা কহে। বিষুব সংক্রান্তির দিবস ইতর লোকে গোশৃঙ্গে তৈল ও ঘিলা প্রদান গরুর সহিত একত্র স্নান, উহার শরীরে পিটালী অর্পণ এবং তৃণ বিশেষে সংঘটিত বিষকাঠি নামক যষ্টি গৃহে ও ক্ষেত্রাদিতে প্রোথিত করে। ঐ দিবসেও স্থানে স্থানে বিবিধ ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কখন কখন থলকুমারী নাম্নী দেবী বিশেষের পূজোপলক্ষে গোরমার (নপুংসকের) নৃত্যগীত হইয়া থাকে। উহা ভদ্রলোকের দর্শন ও শ্রবণের উপযুক্ত নহে।

হাজ্রী, হাজঙ্গ, ডালু ও অন্যান্য অর্দ্ধ সভ্য জাতীয়েরা উৎসব সূচক ব্যাপারে পরস্পর মিলিত হইয়া মদ্যপান করে। গার সমাজে কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে যে সুরাপানাদি হইয়া থাকে তাহাকে " পাবন " কহে।

নবম অধ্যায়।

ভাষা, ধর্ম্ম।

ভাষা—এখানকার ভদ্রশ্রেণীতে সমধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় অত্রত্য মুসলমানগণের ভাষাতেও আরবীয় এবং পারসিক অনেক শব্দ সংশ্লিষ্ট আছে। ইতর শ্রেণীর ভাষা সাধারণতঃ অপকৃষ্ট।

গারগণের অধিষ্ঠিত উপশৈলশ্রেণী ভিন্ন সমগ্র পরগণায় বঙ্গভাষায় কথোপকথনাদি চলিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার প্রকৃতিগত কিছু কিছু প্রভেদ আছে। নিজ সেরপুরে লোকে যেরূপ কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে, পশ্চিমাঞ্চলের ছনকান্দা ও শ্রীবরদি প্রমুখ স্থানে ঠিক সেরূপ নহে। আবার রাজনগর, বনগাঁও এবং ঘাগরা প্রভৃতি গ্রামে ভাষাগত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ভাটী অঞ্চলের ভাষা অনেকাংশে বিভিন্ন, এবং এরূপও অনেক কথা আছে, যাহা অন্যান্য অঞ্চলের দুর্ব্বোধ্য।

কোন কোন জাতিতেও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর ভাষা প্রচলিত। গোপ, ঝাল ও মুচার প্রভৃতির ভাষা এক এক প্রকার।

অর্দ্ধসভ্যজাতির মধ্যে রাজবংশিদিগের বাঙ্গালা অপেক্ষা কৃত উত্তম। পরন্তু তাহাদের উচ্চারণ ও স্বরাদি অন্যান্য অধিবাসিগণ অপেক্ষা সম্পূর্ণস্বতন্ত্র। উহারা যে এপর গণার আধুনিক অধিবাসী তাহাদের কথাবার্ত্তাও সেটি সপ্রমাণ করিয়া দেয়। হাজ্রী, ডালু, বানাই, হাজঙ্গ, কোচ ও মেচ্ প্রভৃতির ভাষা অতি কদর্য্য এবং ন্যূনাধিক পরিমাণে

অস্পষ্ট। গারদিগের ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণমালা প্রচলিত নাই। নিম্নে গার ভাষার কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল:—

গার।	বাঙ্গালা।
মিত্যে।	দেবতা।
মান্দে।	মনুষ্য।
আস্থ।	পিতামহ।
আফা, বা, বাবু।	পিতা।
আমা, বা, বাই।	মাতা।
আদ্দা।	ভ্রাতা।
আবি।	ভগিনী।
মিয়াসা।	পতি।
মিছিক্কা।	স্ত্রী।
পিসা।	পুত্র।
বিছা।	বন্ধু।
শিখো।	মস্তক।
খু।	মুখ।
মুক্‌কুল।	চক্ষু।
নাচুল।	কর্ণ।
গুঙ্গ।	নাসিকা।
গদক্রেঙ্‌।	গ্রীবা।

ব্লেংবো।	গমন।
আচংবো।	উপবেশন।
চাদিংবো।	দাঁড়ান।
নামেরিবো।	হাটন।
শুইবো।	ঘুমান।
চানাজোক্।	খাওন।
ব্রিনা।	খরিদ করণ।
রাবা।	দেওন।
চুন্নবো।	পরন।
ডুঙ্গা।	থাক।
হিবাবো।	এস।
আবাবো।	আন।
রিবো।	লও যাই।
রিরি।	চল চল।
দক্।	মার।
গানাজোক্।	উঠ।
রূপনাজোক্।	ধর।
চুম্নাজোক্।	মার।
ছিজোক্।	মরিয়াছে।
মিছুক্ না জোক।	পাককর।
সুবো।	জ্বাল।

খুমুবো।	নিবাও।
আগান্‌বো।	কথাকও।
নাংবিমুনাদা।	তোমার নাম কি?
নাআবোদুঙ্গা।	তুমি কোথায় থাক?
না আবা চানি হিবা জোক্‌।	তুমি কোথা হইতে আসিলে?
নাচুং বাচেরাঙ্গা।	তুমি কোথায় যাও?
লোক মাদুঙ্গা।	তুমি কাহার অধিকারে থাক?
আঙ্গি হাওনা রিবাবো।	আমার অধিকারে এস।
খেনাবো আংলোয়া।	কবে আসিবে?
নাছং বাচিনোক্‌সা।	তোরা কয় ঘর?
হাতিচেঙ্গামো।	বাজারে যাও নাকি?
সালচুজোক্‌।	দিন হইল।
মালং জোক।	রাত্রি হইল।
মোলাম চাদেন্‌।	ডিগ্‌রিদিয়া যার।
কইছা।	১ এক।
আগ্নিং।	২
গইগিথাম।	৩
গইব্রি।	৪
গইবোঙ্গা।	৫
গইদোক্‌।	৬
গইছ নি।	৭

গইচেৎ।	৮
গইচিকুং।	৯
গই চি, বা, নক্চি।	১০
খল্।	২০
কোলচ্চি।	৩০
কোর্চ্চাংনি।	৪০
চিবোঙ্গা।	৫০
কোর্চ্চাংথাম্।	৬০
বিচ্ছাস্নি।	৭০
কোর্চ্চাংনিচিখং।	৮০
কোর্চ্চাংব্রিচিখ্।	৯০
বিচ্ছাসা।	১০০

ধর্ম্ম—হিন্দুদিগের অধিকাংশ বৈষ্ণব। ইহাদিগের মধ্যে বাউল, আগল শঙ্কর (১) ও গুরুসত্য প্রভৃতি অবান্তর মতাবলম্বী কতিপয় সম্প্রদায় আছে। এতদ্ভিন্ন সামান্য ভেকধারী বৈরাগীও বিস্তর দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট প্রায় সকলেই শাক্ত; মধ্যে মধ্যে শৈবও আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা স্বল্প।

(১) নারায়ণ ডহরের অনতিদুরে ইচলিয়া গ্রামে স্বরূপ চাঁদ নামে এক জন কাপালিক বাসকরিত। সে স্বজাতীয় ব্যবসায়ে দ্বারা কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল।

পরগণার স্থানে স্থানে দেবায়তন সকল * প্রতিষ্ঠিত। উহাদের কোন কোনটির সেবাইত, এবং অপর গুলির নিযুক্ত যাজক দ্বারা অর্চ্চনা সমাহিত হইয়া থাকে। ৺রঘুনাথ জিউ ও নরসিংহ জিউ প্রভৃতি কোন কোন বিগ্রহের বিপুল ভূসম্পত্তি আছে।

কিংবদন্তী এই, "আগল শঙ্কর" তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নাদেশ করেন, "আমি অমুক অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে আছি, তুমি আমাকে উঠাইয়া লও"। কাপালিক তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিম্ন ভাগে কিঞ্চিৎ খনন করিয়া ৩টি পুত্তল প্রাপ্ত হয়, তাহারই একটির নাম আগল শঙ্কর। কালক্রমে স্বরূপচাঁদ একজন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হইয়া উঠে, এবং স্বরূপচন্দ্র মহন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। হরিরলুঠ ও নামসঙ্কীর্ত্তন এই ধর্ম্মের এক অঙ্গ। অনেকে আগল শঙ্করের উদ্দেশে নানাপ্রকার মানসিক করে ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া থাকে। স্বরূপ চন্দ্র মহন্ত, ইটলিয়া ও শিমূলকান্দি প্রভৃতিগ্রামে দ্বাদশটি আখড়া সংস্থাপন পূর্ব্বক লীলাসংবরণ করে।

---

* সহর সেরপুরে—রঘুনাথ জিউর মন্দির, হনুমান জিউর আখড়া, নরসিংহের আখড়া, গোপালের আখড়া, পূরণদাসের আখড়া, শিববাড়ী, কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর মঠ, ফকির চক্রবর্ত্তীর মঠ, কালীবাড়ী ও মবারকপুরের কামাখ্যা ইত্যাদি।

মপস্বলে—ভীমগঞ্জের আখড়া, ধানশাইলের আখড়া, যুগলীর গোপাল, নাকগাঁয়ের গোপাল-কামখ্যা, পাইকুড়া ও ছিটপাড়ার কালীবাড়ী, এবং মুজাখালি, গাবরাখালি, ঘোষগাঁও, সোন্দাকুড়া, যুগলী, গুজাকুড়া, রূপনারায়ণ কুড়া, ও ডেকলাই ইত্যাদি স্থানের কামাখ্যা পীঠ ইত্যাদি।

অত্রত্য মুসলমানগণ সুন্নি সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই সরা অর্থাৎ ফরাজি (২)। তদ্ভিন্ন শুক্রুসত্য এবং পাগল পন্থীও (৩) অনেক আছে! সেরপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগের মস্‌জিদ্ ও দরগা সকল † দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) পূর্ব্বে প্রায় সকল মুসলমানই বেসরা, বা, মুসরেক ছিল। ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি বৎসর হইল, কোরাণের অনুমত ধর্ম্মমত এখানে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে, বারমরিয়া চাকলার অন্তর্গত রাজনগর ও খাগরা প্রভৃতি, এবং ভাটী চাকলার অধীন বাঘবেড় আদি গ্রামে ঐ মত প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। পরন্তু এখনও বুড়াপীর, কাদেরপীর ও সাকামালের প্রতি অনেকের আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দা গ্রাম বাসী টিপু পাগল এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা। টিপু প্রথমে সামান্য

---

† সহর সেরপুরে—বাকিমিঞার মস্‌জিদ্, মৃজা মেন্দি বেগের মস্‌জিদ্, সফু মৃধার মস্‌জিদ্, সাকাশালের দরগা, হটিলা মিঞার দরগা, মছলম গাজির দরগা, ও বিবি সাহেবাণীর দরগা, ইত্যাদি।

মপস্বলে—বয়রার ছাওয়াল পীরের দরগা, ভাটপাড়ার ইমামের দরগা, গড় জরিপার কাদির পীরের দরগা, চান্দের নগ্নি ও রূপ নারায়ণ কুড়ার বুড়াপীরের দরগা, গেদারা ও ভামা গাঁয়ের সাকামালের দরগা; খাগরার আহম্মদ খাঁর মস্‌জিদ্, রহমতপুরের মস্‌জিদ্ ও দরগা, ধারা, রাজীবপুর, কুচনি পাড়া, বাঘবেড়, নাঙ্গল যোড়া ও গামারি তলা প্রভৃতির মস্‌জিদ্।

গারগণ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেও প্রভৃতি বিবিধ দেবতাতে বিশ্বাস করে। অন্যান্য অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই প্রকার বিশ্বাস লক্ষিত হয়। পরন্তু কালী ও কামাখ্যাদি হিন্দু দেবতাগণের প্রতিও উহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। হাজঙ্গ ও বানাই প্রভৃতি জাতিদিগের অনেকে বৈষ্ণবও দৃষ্ট হয়। উহারা বন্য ভাব হইতে কিঞ্চিন্মাত্র সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইলেই সচরাচর বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকে। ফলতঃ উহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে উন্নতির একটি বিশেষ লক্ষণ মনে করে।

দশম অধ্যায়।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।

কৃষি—কৃষিকার্য্যই অধিকাংশ লোকের প্রধান উপজীব্য। প্রত্যেক বর্ষায় ক্ষেত্রের বিলক্ষণ সরসতা সম্পাদিত

কৃষাণ ছিল। সময়ে সে কেবল ধর্ম্ম প্রচারক নহে, বহুসংখ্য অনুচর প্রাপ্ত হইয়া একজন ঘোরতর সমাজ বিপ্লাবক হইয়া উঠে। তদীয় ধর্ম্মের অন্যতম মূল সূত্র এই, সকল মনুষ্যই ঈশ্বর সৃষ্টি, কেহ কাহারও অধীন নহে; সুতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ এরূপ প্রভেদ করা অসঙ্গত। ১২৩১ সনে তন্মতাবলম্বী এ পরগণাস্থ অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া জমিদার প্রভৃতিকে খাজানা দেওয়া বন্ধকরে। পরিশেষে উহারা গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে নিরস্ত হয়। পাগলপন্থীরা অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় শ্মশ্রুধারণ ও কুক্কুটাদি জন্তু পালন করে না। লোকে ইহাদিগের অতিমানুষিক ক্ষমতা বিশ্বাস করিয়া তদুদ্দেশে অনেক প্রকার মানসিক করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত সর্ব্বদা তাহাদের বাস ভবনে অনেক লোকের সমাগম হয়।

হয়। বাতর, বা আলি দ্বারা বৃষ্টির জল আবদ্ধ রাখা হইয়া থাকে। সমুচিত বারিবর্ষণের অপ্রতুলতা হেতু কোন কোন ক্ষেত্র নিতান্ত শুষ্ক হইয়া গেলে দোন্ নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা সন্নিহিত জলাশয় হইতে ঐ সকলে জলসেক করা হয়। অপরিমিত জলাগম নিবারণ জন্য অত্রত্য কৃষাণেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা কাটিয়া দেয়, কিন্তু অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভেড়ি বন্ধন করে না। যে সমস্ত ক্ষেত্রে আশু ধান্য ও সর্ষপাদি জন্মে, তাহাতে গোময়ই প্রধান সার; এতন্নিবন্ধন উহারা সচরাচর ঐ সকলে গোশালা নির্ম্মাণ করে। ইক্ষু ও তাম্বূলাদির মূলদেশে খলি ও গোময় উভয়ই প্রদত্ত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সার দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই, জল সম্বাধে তৃণগুল্মাদি পচিয়া যে উদ্ভিজ্জ-সার জন্মায়, তাহাই যথেষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে কৃষকেরা ক্ষেত্রস্থ তৃণাদি দগ্ধ করিয়া দেয়, এবং তদীয় অঙ্গার দ্বারা ভূমির সসারতা সম্পাদন করে। উপশৈল-প্রস্থে গারগণ যে সকল পাবর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সেগুলি কেবল অঙ্গার-সার দ্বারা উর্ব্বরতা লাভ করিয়া থাকে। শীতের প্রারম্ভাবধি গাররা উপপর্ব্বতোপরি অনেক বৃক্ষ লতা একত্র করিয়া জ্বালাইতে আরম্ভ করে। ঐ সকল ভস্মের কিয়দংশ ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার সহিত মিলিয়া যায়, অবশিষ্ট বর্ষাগমে ধৌত হইয়া গেলে পাবর ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। অন্যান্য কৃষাণগণের ন্যায় গারদিগের মধ্যে কর্ষণ-প্রণালী প্রচলিত নাই। উহারা একই

পাবরে যুগপৎ কার্পাস, দেওধান্য, মাকু, ও বিন্নিকচু প্রভৃতি নানাপ্রকার উদ্ভিদ উৎপাদন করে।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার কৃষকগণের কৃষিসাধন যন্ত্রগুলি অপকৃষ্ট। ক্ষেত্র কৃষ্ট ও পরিষ্কৃত হইলে চাষারা শস্য বপন করিয়া মই দেয়, কিন্তু ক্ষেত্রে জঙ্গল থাকিয়া গেলে উহারা প্রথমতঃ মই দিয়া ভূমি পরিষ্কার করিয়া লয়, তদনন্তর আবার কর্ষণ ও শস্য বপন পূর্ব্বক পুনরায় মই ব্যবহার করে। আশু ধান্য যে দিন বপন করা যায়, তাহার দুই এক দিবস পরেই কৃষকেরা পুনর্ব্বার চাষ ও মই দিয়া থাকে। এই চাষ ও মই দেওয়াকে উবানি কহে। উহার তিন চারি দিনের পর এবং ধান্য উদ্গত হইলে আরো দুইবার মই দেওয়া হয়। এ দুটি পর্য্যায় ক্রমে বাত মই ও জাওই মই বলিয়া খ্যাত। কৃষিজীবিরা এক্ষণে নাঙ্গলিয়া (আঁচড়া) নামক যন্ত্র বিশেষ দ্বারা ক্ষেত্র আঁচড়াইয়া দেয়। পরন্তু চিনা, ও কাওন শস্যের পক্ষে উহার প্রয়োজন নাই। নাঙ্গলিয়া দেওয়াকে আড়ানি ও কার্য্য-সমাপনকে তোলা পাড়া কহে। ধান্য সুন্দর বলীয়ান্ হইয়া উঠিলে চাষারা মধ্যে মধ্যে নিরানি দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কৃত করে।

কৃষকেরা রোয়া (বাওয়া, ও বোর) ধান্যের বীজ পাত্র বিশেষে দুই এক দিন ভিজাইয়া রাখে, বীজ অঙ্কুরিত হইলে কোন পঙ্কিল ভূমিতে নিক্ষেপ করে, এবং চারা (জালা) ১ হাত ১।০ হাত বড় হইলেই তাহা সাবধানে উত্তোলন

পূর্ব্বক ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকে। উহারা তামাকেরও বীজ বপন করিয়া প্রথমতঃ চারা তোলে; পরে উহা সারি সারি করিয়া ক্ষেত্রে লাগায়। তামাক ৩।৪ বার কাটা হয়। প্রথম বারের কাটাকে "ডোগ কাটা" দ্বিতীয়বারের কাটাকে "দোকাটা" এবং অন্যান্যবারের কাটাকে "কোফল্" কহে। কেহ কেহ বোর ধান্য বৎসরের মধ্যে দুইবার উৎপন্ন করে। সচরাচর এই ধান্য রোপণ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে কাটা যায়, এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম জ্যৈষ্ঠ-কর। পরন্তু উহা ছিটার ন্যায়ও বপন করা হয়, এবং আশুধান্য কাটিবার সময়ে উহার ছেদন কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কৃষকগণ উপযুক্ত ভূমিতে চৈত্র বৈশাখ মাসে আশু ধান্যবপন এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কর্ত্তন করে। তৎপর ঐ ভূমির নিম্নভাগে বাওয়া রোপণ, এবং উচ্চভাগে (কার্ত্তিক-মাসে) সর্ষপ বপন করিয়া থাকে। ঐ সকল ভূমির জল শুষ্ক হইয়া গেলে (কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে) বাওয়ার সহিত খেসারি এবং মটরও বোনে। মধ্যে মধ্যে সর্ষপের সহিত মসুরি কলাই বুনিবার প্রথা আছে।

ধান্যাদির ছেদন ব্যাপারকে কৃষীবলেরা দাওন কহে। ধান্য, তিল, ও তামাক প্রভৃতি যে সকল ফসল কাটিতে হয়; সর্ষপ, বুট ও মটর আদি যে যে কৃষিজ দ্রব্য তুলিবার উপ-যুক্ত; এবং আলু প্রভৃতি যে যে দ্রব্য মৃত্তিকা ভেদ করিয়া

উঠান যায়, ঐ সকলের যথারীতি কর্ত্তন, ও উত্তোলনাদি সম্পন্ন হইলে, কৃষিজীবিদিগের শস্য সম্বন্ধীয় কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আইসে। এক্ষণে তাহারা ধান্য ও সর্ষপাদির রীতিমত পালা ও মলন দিয়া উহাদিগকে শুষ্ক করে, এবং শুষ্ক হইলে ঝাড়িয়া ও সর্ষপাদি চালিয়া লইয়া গোলাজাত করিয়া রাখে। কৃষকেরা সাধারণতঃ কোড় প্রতি আশু-ধান্যের ২/ মণ, বাওয়ার ১/ মণ, ও সর্ষপের /৫ সের পরিমাণে বীজ রাখিয়া থাকে।

শস্য প্রভৃতির বপনাদি বিষয়ে অন্যান্য স্থানের সহিত এখানকার কাল গত বিশেষ বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু তরমুজ * আদি কতিপয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে কিছু কিছু কাল ভেদ লক্ষিত হয়।

শিল্প—শিল্প সম্বন্ধে এখানকার অবস্থা সাধারণতঃ হীন বলিতে হইবে। স্থপতির সংখ্যা অল্প; তাহাদের কর্ম্মও তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। সামান্য গৃহ নির্ম্মাতারা স্বকীয় ব্যবসায়ে বিলক্ষণ পটু। তন্তুবায় না থাকাতে এখানে উত্তম বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। যোগীরা এক প্রকার স্থূলবস্ত্র বয়ন করে, উহা ইতর শ্রেণীরই ব্যবহার্য্য। রাজবংশী ও হাজি দিগের মধ্যেও কেহ কেহ বস্ত্রবয়ন করে, কিন্তু যোগীর কাপড়ের সহিত উহার বিশেষ প্রভেদ নাই। এন্নিকীটের

---

* এখানে শীতকালে তরমুজ জন্মে।

সূত্রে অন্য একরূপ কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু উপযুক্ত কারিকর অভাবে উহার সূত্রোত্তোলন ও বয়ন উভয়ই অপকৃষ্ট প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ঐ বস্ত্র ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য নহে। এ স্থানে জাজার নামে কয়েক প্রকার মোটা কাপড় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা পরদা ও সামিয়ানা ইত্যাদি সুন্দর প্রস্তুত হইতে পারে। তন্ত্র গ্রামের জাজার বিশেষ প্রসিদ্ধ। কোচ ও ডালু প্রমুখ অর্দ্ধ সভ্য জাতীয়েরা এই বস্ত্রের নির্ম্মাতা। অপর ঠেঁটি ও পাটানি প্রভৃতি আরো কয়েক রকম কাপড় হাজঙ্গ, ডালু, ও বানাই দিগকে প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। গারগণ রেখাযুক্ত অল্প পরিসর বস্ত্র বিশেষ ও থলিয়া সকল প্রস্তুত করে। উহা গার কাপড় ও গার থলিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাপালিকদিগের মধ্যে ছালা ও চট বানাইবার প্রথা দৃষ্ট হয়।

সেরপুরে স্বর্ণকার ও কাংস্য-কার জাতির অধিবাস না থাকাতে তত্তৎ কর্ম্মে ভিন্ন স্থানীয়েরাই এখানকার প্রধান অবলম্বন। কর্ম্মকার জাতীয় লোকের সংখ্যা স্বল্প, পরন্তু স্বদেশী ও মেদা প্রভৃতি স্থানের কামারেরা দাত্রাদি উত্তম প্রস্তুত করিয়া থাকে। মুসলমান ও হাজঙ্গ প্রভৃতি জাতির মধ্যে কাহাকে কাহাকে স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহের কর্ম্ম করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের কর্ম্ম প্রশংসনীয় নহে; বিশেষতঃ তাহারা পিটা ভিন্ন ফুকার কাজ করিতে জানে না।

গার দা, এবং ডিগ্রি বা গারছোরা বিশেষ খ্যাত। গার-দিগের ব্যবহৃত কাংস্য-নির্ম্মিত গারখোরা অতি প্রসিদ্ধ দ্রব্য। কালক্রমে উহার কোন কোনটির উপরিভাগে রজতভাযুক্ত ক্ষুদ্র কন্টকাকার এক প্রকার পদার্থের আবির্ভাব হয়। কথিত আছে, তাহা অতিশয় শুভজনক। এই নিমিত্ত কেহ কেহ ঐ খোরা পরম যত্নে স্ব স্ব ভবনে রাখিয়া থাকে।

ঠাটাকুরা রাঙ্গ ও সীসা দ্বারা খাদিয়া, খাড়ু, আঙ্গুটী ও তার আদি প্রস্তুত করে। ডালু প্রভৃতি জাতীয়েরা শঙ্খের কাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, উহা গারদিগের সমধিক ব্যবহার্য্য। ধোবাউড়া আদি স্থানের সুরিরা লাহার চূড়ী বানায় ও সূত্রে রংদেয়। পাড়িতা নামক যে জাতি বিলডোরা ও হাপানিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করে, পাটি বোনাই তাহাদিগের প্রধান ব্যবসা। গার প্রমুখ জাতীয়েরা সোপাঙ্গ বৃক্ষের ত্বক্ পিটিয়া এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, উহা সোপাঙ্গের খাল বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। কাষ্ঠের কর্ম্মের মধ্যে এখানকার খড়ম উত্তম। মেচেরা, কাষ্ঠের তক্তা সকল প্রস্তুত করে। বেত্র ও বংশের কর্ম্মও উৎকৃষ্ট। ডোম (পাটনী) দিগের নির্ম্মিত ঝাইল, পানদানি, চালন, কুলা, মোড়া ও ছাতা প্রভৃতি দ্রব্য অতি প্রশংসনীয়। উহারা পাল্‌কি, টোম, ও মাচিয়া আদি উত্তম ছাইয়া থাকে। গার, হাজঙ্গ ও হাত্রী প্রভৃতি জাতী-

য়েরা বাঁশের চাটাই, ও ডোল আদি নির্ম্মাণ করে, তন্মধ্যে গারদিগের ডোল, কুলা ও জোঙ্গা প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এস্থানে রাজ, মোম, শোলা, ও কাগজ-ঘটিত শিল্প কর্ম্ম প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার আতসবাজিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বামাগণের মধ্যে শিল্প কর্ম্মের তাদৃশ বহুল প্রচার লক্ষিত হয় না। পরন্তু কোন কোন স্থানে স্ত্রীদিগকে কার্পেটের কাজ, সুচীকর্ম্ম এবং অন্যান্য শিল্পকার্য্যে সবিশেষ নিপুণা দেখিতে পাওয়া যায়।

বাণিজ্য—পরগণার সর্ব্বত্র উত্তম রথ্যা নাই। অনেক স্থানে ক্ষেত্রের আলি ও গোবাট দ্বারা লোকে গমনাগমন করিয়া থাকে। মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হওয়াতে সহর সেরপুরের অধিকাংশ পথ ভাল হইয়াছে। পথের মধ্যে গোয়ালপাড়া, পিয়ারপুর এবং সেরী, বা, জামালপুরের রাস্তা প্রভৃতি কয়েকটি সমধিক প্রসিদ্ধ। স্থল পথে ও জল পথে উভয় প্রকারেই এখানকার কারবার চলিয়া থাকে। স্থানে স্থানে নদী সকলে খেয়া থাকাতে স্থল পথে গমনাগ-মনের বিশেষ সুবিধা আছে। এখানে বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ নহে; পরন্তু সমুদায় নদী বারমাস নাব্য নাথাকায় তৎ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অসুবিধা অনুভূত হয়। সচরাচর গো মহিষের শকট এবং কোন কোন স্থলে বলীবর্দ্ধ সকল জিনিস

পত্রের বহন কার্য্য সম্পাদন করে। সহর সেরপুরে প্রত্যহ হাট হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থলে সপ্তাহ মধ্যে একবার অথবা দুইবার হাট বাজার বসে। কালীবাজার, রাজগঞ্জ * শম্ভুগঞ্জ, তারাগঞ্জ, (ছিট পাড়ার বন্দর) মুনসির হাট, এবং জিরাইগাতি, ঘিলাগাছা, হালুয়াঘাট, ও ঘোষগাঁও প্রভৃতি স্থানের হাট বাজার গুলি বিলক্ষণ খ্যাত।

৫০ আনির ফুলদোল উপলক্ষে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে এক মেলা বসে †। ঐ মেলা এক মাসেরও অধিক কাল স্থায়ী হয়, এবং তাহাতে নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক প্রকার জিনিস পত্রের আমদানি হইয়া থাকে। বৈশাখের শেষ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম পক্ষে প্রতি শনি মঙ্গল বারে এবং বিজয়া-দশমীদিবসে পাইকুড়াতে কালীবাড়ীর মেলা বসে। কাদির-পীরের দরগার নিকটে বৈশাখ মাসের শেষ পক্ষে প্রত্যেক রবি ও বৃহস্পতিবারে এক মেলা হয়। অশোকাষ্টমীযোগে উমাগঞ্জ, মুন্সির হাট,সেরী, খোলারচর, জঙ্গলদি, ছিটপাড়া, উমতা-বাঘবেড় ও বড়ইকান্দি ইত্যাদি এবং বারুণী ও রাম-নবমী দিনে সেরী প্রভৃতি কোন কোন স্থানে মেলা বসে। এতদ্ভিন্ন কুক্কুয়া ও ভাটপাড়া প্রমুখ বিশেষ বিশেষ স্থানে মহরম উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। ব্যবসায়িদিগের মধ্যে

* সচরাচর ইহাকে বনগাঁয়ের হাট কহে।

† ১২৬৬ সনের ৭ই বৈশাখ হরকিশোর চৌধুরির উদ্যোগে এই মেলা আরম্ভ হয়।

স্থানীয়, ভিন্ন স্থানীয়, দেশওয়ালি ও কাঁইয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কার্পাস, এবং কোষ্টা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট। এখানকার ঘৃত ও তৈল যেরূপ উত্তম, অনেক স্থানে সেরূপ ঘটে না। এতদ্ব্যতীত তারাইবাঁশ, তেজপত্র, পচাপাতা, থাম, তক্তা, এবং উপ-শৈলজাত নানাদ্রব্য এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে অনেক হস্তিদন্তও বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হইত †।

রপ্তানি।

যেস্থানে প্রেরিত হয়।	দ্রব্যের নাম।
সেরাজ গঞ্জ··· ··· ··· ···	ধান্য, চাউল, কোষ্টা, সর্ষপ, তিল ইত্যাদি।
নারায়ণ গঞ্জ··· ··· ··· ···	সর্ষপ, তিল, কার্পাস ইত্যাদি।
কলিকাতা··· ··· ··· ··· ···	কোষ্টা, সর্ষপ ইত্যাদি।
রঙ্গপুর··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	কার্পাস, সর্ষপ ইত্যাদি।
হোসেনপুর··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	কার্পাস ইত্যাদি।
কাগমারি ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···	কাঁটাল ইত্যাদি।

আমদানি।

যেস্থান হইতে আইসে	দ্রব্যের নাম।
সেরাজগঞ্জ··· ··· ···	লবণ, সুপারি, লালি, গুড়, চিনী, তামাকু, কাপড়, বাসন ইত্যাদি।

† ১৭৯০ সালের ২৮ এ ফেব্রুয়ারির কালেক্টর ডিকেন্স বেয়ার্ড সাহেবের চিঠি।

নারায়ণ গঞ্জ	লবণ, সৈন্ধব লবণ, সুপারি, কেশব-পুরিয়া চিনী, লালি ইত্যাদি।
ঢাকা ও ধামরাই	সৈন্ধবলবণ, জিরা, গোলমরিচ, কৎ, মেথি, লঙ্গ, প্রভৃতি মসল্লা, সোনারুপার দ্রব্য ও অলঙ্কার এবং মনোহারি জিনিস পত্র ইত্যাদি।
সাভার	লৌহ ইত্যাদি।
কলিকাতা	লবণ, গাজি পুরিয়া ও কেশব পুরিয়া চিনী, মিশ্রি, শাল, পট্টু, বানাত, কাপড়, বাসন, পাটনাই মটর, বুট, মনোহারি জিনিস ও পুস্তক, কাগজ, ইত্যাদি।
পাবনা	পান ইত্যাদি।
ধুবড়ী	কাষ্ঠ, থাম, ধুম ও গোল প্রভৃতি।
রঙ্গপুর	তামাকু, ইত্যাদি।
কামারজানি	গোধূম ইত্যাদি।
শ্রীহট্ট	চূণ, শীতলপাটি, ও (সুনাম আদি স্থান হইয়া) কমলা ইত্যাদি।

দেওখান-মোহনগঞ্জ	মলুয়া, সুন্দিবেত ইত্যাদি।
ময়মনসিংহ. সুসঙ্গ, খালিয়াজুরি, হাজরাদি, ও হোসেনসাহি প্রভৃতি পরগণা।	শুট্‌কি মৎস্য ইত্যাদি।
কাগমারি	আম, দেশালকাপড়, বাসন, হাড়ি, পাতিল, লোণাইলিশ মৎস্য ইত্যাদি।
জফরসাহি	দেশাল কাপড় ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন কাবুল হইতে বেদানা, আঙ্গুর, ও কিসমিস আদি নানাপ্রকার মেওয়াজাত এবং গাজিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আতর, গোলাবজল ও ফুলাল তৈল ইত্যাদি আসিয়া থাকে।

ওজন ও মাপ।

ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কোষ্টা, কলাই, তিল, ঘৃত, ও দুগ্ধ প্রভৃতির সের ৮৪॥৵০ পরিমিত।

কার্পাস, তামাকু, লবণ, পসারিদোকানের জিনিস, মরিচ, হরিদ্রা, দাইল, তৈল, সুপারি, লালি, চিনি, গুড়, তামা, পিত্তল, কাঁসা ও লৌহ প্রভৃতি সম্বন্ধে ৬০ তোলার ওজন প্রচলিত।

চাউল /৫ সেরে এক ধড়া বা পশুরি।

৪ ধড়াতে এক কুড়ি। ২ কুড়িতে এক মণ।

কিন্তু ধান্য, সর্ষপ ও তিলাদির /৭ সেরে এক ধড়া এবং ৮ ধড়াতে এক মণ।

হাটবাজার।

হাট বা স্থানের নাম।	হাটবার।	পণ্য দ্রব্য।
কালীবাজার	বৃহস্পতি ও রবি	ধান্য, চাউল, কলাই, সর্ষপ, তিল, তামাক, কোষ্টা, কার্পাস, কাপড়, বাসন, গুড়, চিনী, ঘৃত, মৎস্য, তরকারি, গবাদি পশু ও মনোহারি জিনিস প্রভৃতি।
মুনসির বাজার বা তেড়া বাজার।	মঙ্গল ও শনি	চাউল, মৎস্য, তরকারি, ও দধি ইত্যাদি।
রঘুনাথ বাজার	সোম ও শুক্র	চাউল, মৎস্য, তরকারি ইত্যাদি।
গোবিন্দগঞ্জ বা ৷৴০ আনি বাজার	বুধ	ঐ

উত্তর সেরপুর।	ঘোষগাঁও	শনি ও মঙ্গল	ধান্য চাউল, কার্পাস, কুরুচপাতা, পচাপাতা, তেজপাতা, তারাই, চিনা ইল, বাঙ্গি, গারশনা, বানর, টিয়া, তোতা, ময়না, গো এবং পাহাড়িয়া নানাবিধ দ্রব্য।
	ঘিলাগাছা	ঐ	ধান্য, চাউল, চাটাই, ও কাঠ ইত্যাদি।
দক্ষিন সেরপুর।	মাদারগঞ্জ	ঐ	ধান্য, চাউল, কলাই, তামাকুওকোষ্টা ইত্যাদি।
	কুরুয়া	রবি ও বুধ	সাধারণ জিনিস পত্র।
	আহম্মদগঞ্জ (ঘাগরা)	বুধ	ঐ
	গাজির খামার	রবি ও বৃহস্পতি	ঐ
	নথলা	সোম ও বৃহস্পতি	ঐ
	খিচা	রবি ও বৃহস্পতি	ঐ
	রৌহা	বুধ ও শনি	ঐ
	ভীমগঞ্জ	ঐ	ঐ
	রামপুর	সোম ও শুক্র।	ঐ
	ইমামবাড়ীর হাট (ভাটপাড়া)	রবি, মঙ্গল ও শুক্র	ঐ
	চন্দ্রকোণা	বুধ	ঐ

মুন্সির হাট বা হাটকৃষ্ণগঞ্জ	সোম ও শুক্র	ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কার্পাস, পচাপাতা, তেজপত্র, তারাই, পাহাড়িয়াকচু ও ফলাদি, বানর, ময়না, তোতা, সোপাক্সেরথাল, কাঠ, গবাদি পশু, ও দধি প্রভৃতি।
ঝিকুয়ার হাট	রবি ও বুধ	ধান্য,, চাউল, সর্ষপ ও ছালা ইত্যাদি।
হাট কৃষ্ণপুর (নাঙ্গলযোড়া)	রবি ওবৃহস্পতি	সাধারণ জিনিস পত্র।
বড়ইকান্দি	শনি ও মঙ্গল	ধান্য, চাউল ইত্যাদি
আজমপুর	রবি ও বৃহস্পতি	ঐ
রূপসী	বুধ ও শনি	ধান্য, চাউল, ছালা ও গো ইত্যাদি।
সুতারপাড়া	রবি ও বুধ	ধান্য, চাউল ইত্যাদি।
ভালকি	সোম ও শুক্র	ঐ
দাত্তুরা	ঐ	ঐ
গোমগাও	মঙ্গল ও শুক্র	ঐ

হাট	বার	জিনিস
শম্ভুগঞ্জ	শনি ও মঙ্গল	ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কলাই, তামাক, কোষ্টা, ও গো ইত্যাদি।
পোড়াদহ (বাড়ারচর)	সোম ও শুক্র	সাধারণ জিনিসপত্র।
রাজগঞ্জ	শুক্র	ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কার্পাস, কোষ্টা, কাঠ, তারাই, চাটাই ও গো ইত্যাদি।
প্রতাপগঞ্জ	সোম	ধান্য, চাউল ইত্যাদি।
হরগৌরীর বাজার	রবি	ঐ
মালিঝিকান্দা	বুধ	ঐ
নন্নি	মঙ্গল	ঐ
ভায়াডাঙ্গা	বুধ	ধান্য, চাউল, কার্পাস, কাঠ, চাটাই, ডোল, ও গো ইত্যাদি।
টেঙ্গর পাড়া	রবি ও বুধ	চাউল, সর্ষপ, ও কার্পাস প্রভৃতি।
জিরাইগাতি, ঝিনাই গাতি বা কোদালজানি	রবি	ধান, তক্তা, তারাই, কার্পাস, পাহাড়িয়াকচু, গবাদি পশু, ময়ূর, ও দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি।
রাণীশিমুল	শুক্র	কাঠ, ডোল, ধাড়ি, ও ছাগ ইত্যাদি।
পাইকুড়া বা কালীবাড়ীর হাট	সোম ও শুক্র	ধান্য, চাউল ইত্যাদি।

তন্ত্র বা কামার পাড়ার হাট।	শনি	ধান্য, চাউল, জাজার ও পাটানি কাপড় ইত্যাদি।
হাতিপাগাড়	সোম	ঐ
বালুঘাটা	সোম ও শুক্র	ধান্য, চাউল ইত্যাদি।
তারাগঞ্জ (ছিটপাড়ার বন্দর)	মঙ্গল ও শুক্র	ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কার্পাস, কুরুচপাতা, তারাইবাঁশ, গবাদি পশু ও দধি প্রভৃতি।
মাণিকগঞ্জ (শিমুলতলা)	রবি	ডোল, চাটাই ও তারাই বাঁশ ইত্যাদি।
কৈয়ার হাট	শনি ও মঙ্গল	ধান্য, চাউল ইত্যাদি।
হালুয়াঘাট	বৃহস্পতি ও রবি	ধান্য, চাউল, সর্ষপ, কার্পাস, তেজপত্র, কুরুচ পাতা, তারাই, নানাপ্রকার পাহাড়িয়া দ্রব্য এবং দধি প্রভৃতি।
ধারা	সোম ও শুক্র	ধান্য ও চাউল ইত্যাদি।
নাশুল্যা	শনি ও মঙ্গল	ঐ

এতদতিরিক্ত লাউচাপড়া, প্রভৃতি অপর কোন কোন স্থানেও, হাট বাজার হইয়া থাকে। উপ পর্ব্বত প্রদেশের কোন কোন স্থানে গারদিগের যে সকল হাট আছে, তাহা কোট বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্তৎস্থলে কার্পাস, পচাপাতা, ও তেজপত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার পাহাড়িয়া দ্রব্যের আমদানি হইয়া থাকে। ঐ সকল কোটে সাধারণতঃ বিনিময় প্রথা প্রচলিত। গারগণ ধান্য, চাউল, লবণ, তাম্রাকু, তৈজস-পত্র, গৃহপালিত পক্ষী ও কুক্কুরাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তৎ পরি-বর্ত্তে উপশৈলজাত বস্তুজাত প্রদান করে *।

---

* ১৮৬৭ সালের ময়মনসিংহ জিলার ষ্টেটেষ্টিকেল রিপোর্ট।

প্রধান প্রধান পথ।

যেস্থান হইতে আরম্ভ।	যে যেস্থান হইয়া।	যে দিকে গিয়াছে।	মন্তব্য।
সহরসেরপুর।	চিথলিয়া, ইন্দিলপুর, মাদারগঞ্জ, শম্ভুগঞ্জ, ছনকান্দা, চরকাউড়িয়া, খোসালপুর, গোয়ালগাঁও বাটাবোড়, ও খাম্ন্যাকামালপুর প্রভৃতি।	গোয়ালপাড়া।	কসবার পথে চর সেরপুর হেড়ুয়া, চর হাবর, ও লঙ্গর পাড়া হইয়া একটি রাস্তা এই পথে মাদারগঞ্জে মিসিয়াছে। চর হাবর হইতে একটি রাস্তা বরাবর কামারের চরের দিকে গিয়াছে।
কুড়িকাহনিয়া।	কুরুয়া, শঙ্করঘোষ, রাণীশিমুল, টেঙ্গরপাড়া, মালাকোচা ও বালিজুরি।	কড়ই বাড়ীর অন্তর্গত পুরাখাসুয়ার হাট।	গোয়ালগাঁও, কাকিলা কুড়া, ও ডায়াডাঙ্গা প্রভৃতি হইয়া একটী রাস্তা এই পথে টেঙ্গর পাড়াতে মিসিয়াছে। অপর লাউচাপড়া, জোলগাঁও ও হাতিবর হইয়া মালাকোচা গ্রামে আর একটি পথ ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে।

জানকীপুর।	শম্ভুগঞ্জ, জালকাটা, ঘিলাগাছা, সুরীহারা, হাটরাজগঞ্জ, রাজনগর, হাটসন্ন্যাসী ভিটা, রাণীগাঁও, ছিটপাড়ার বন্দর, রূপ নারায়ণ কুড়া, যুগলী, নৈয়ারি কুড়া, ও হালুয়াঘাট প্রভৃতি।
সহর সেরপুর।	রনকান্দা, কাড়ার পাড়া, গড় জরিপা ও গোপাল খিলা প্রভৃতি।
ঐ	বয়েরা, ভাতশালা, সাপমারি, ভীমগঞ্জ, রঘুনাথপুর, রৌহা, চক বড়ইগাছি, বাছুর আলগা, চন্দ্রকোণা, মধুয়ারচর, ও নারায়ণ খোলা (পুখরিয়া) প্রভৃতি।
বয়েরা।	হাওরা (আলাপসিংহ), সাপমারি; আলিনাপাড়া, গণপতি (আলাপসিংহ), জালালপুর, নখলা, বাঙ্গারদি, লাভা (সুসঙ্গ), হাটপাগলা (আলাপসিংহ), বাঁশহাটি, সিংহেশ্বর ঘোকাসিয়া, শাপুর (আলাপ সিংহ) প্রভৃতি।
সহর সেরপুর।	রঘুনাথ গঞ্জ হইতে সেরী এবং তৎপর লছমন পুর; নন্দির বাজার, ও চরণকোমারি

পূর্ব্ব সেরপুরে।	সহর সেরপুর হইতে চাকল হাটির পথে গণই, তারাগড়, গাজির খামার, বালুঘাটা, ঘোগালিয়া, ও কাগাসিয়া প্রভৃতি হইয়া ছিটপাড়ার বন্দরে গেলে এই পথ পাওয়া যায়।
পাইকুড়া।	পাইকুড়া হইতে শালধা, চড়াকোণা, খাগরা ও হাতিবান্দা হইয়া হাটরাজগঞ্জে যাওয়া যায়।
পিয়ারপুর।	এই পথে ননিয়াবাদ যাওয়া যায়।
হনকান্দা বা, ফুলপুর পুলিস ষ্টেসন।	
(সুসঙ্গ), স্বনই,	
জামালপুর। (পাঁখরিয়া)	

খোয়া।

যে নদীতে	যে যে স্থানে।
মৃগী	লছমনপুর, সেন্নী ধোবাঘাট, থানারঘাট, গাদারগঞ্জ, ও শম্ভুগঞ্জ,।
মালিঝী-কংশ	ঘাগরা, মালিঝী কান্দা, বালুঘাটা, ও নাখুল্যা।
	(কংশ) আজমপুর।
ভোগবতী	ছিটপাড়া।
দর্শা	হালুয়াঘাট।
তারাই	মুন্সির হাট
খড়িয়া	রূপসী।

একাদশ অধ্যায়।

শিক্ষা. চিকিৎসা. লোককীর্ত্তি ও সাধারণ হিতকর কার্য্য।

শিক্ষা—ভদ্রসমাজে লেখাপড়ার চর্চ্চা মন্দ নহে, কিন্তু তদ্বিষয়ে আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। ইতরশ্রেণী এবং পাহাড়িয়া ও অর্দ্ধ সভ্য জাতির মধ্যে হিসাব পত্র করিবার উপযোগি সামান্যবিধ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। যাহারা ঐরূপ শিক্ষা লাভ করে তাহাদিগের অধিকাংশই সচরাচর গ্রামের সরকারি, বা পাটওয়ারিগিরি কর্ম্ম করিয়া

থাকে। মপস্বলে কোন কোন স্থানে মডেলস্কুল স্থাপিত আছে, কিন্তু তদ্দারা প্রজাসাধারণের বিশেষ উপকার হইতেছে না। তাহারা মনে করে, এপ্রকার শিক্ষাতে তাহাদের স্বস্বব্যবসায়োপযোগি কোন জ্ঞান লাভ হয় না, প্রত্যুত প্রাচীন প্রণালীই (পাটওয়ারিগিরি কার্য্যের উপযোগি শিক্ষা) অধিকতর উপকারিণী। প্রতিদিন নিয়মিত রূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া অধ্যয়ন করে, অনেকের এমন অবকাশও নাই। স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন-পক্ষে স্থানীয় লোকের তাদৃশ অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংপ্রতি সহর সেরপুরে ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালা শিক্ষার নিমিত্ত দুইটি বিদ্যালয় বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে একটি গবর্ণমেণ্ট-সাহায্য কৃত ও অন্যটি প্রাইবেট *। মপস্বলে মালাকোচা, কয়রাকুড়ি, ও হালুয়াঘাট প্রভৃতি গ্রামে কয়েকটি মডেলস্কুল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পশ্চিম ময়মনসিংহের ডিপুটি ইন্স্পেক্টরের পরিদর্শনাধীন। অবশিষ্ট পূর্ব্ব ময়মনসিংহের ডিপুটিইন্স্পেক্টর পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

* প্রথমোক্তটি ১৮৫৬ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি এবং শেষোক্তটি ১৮৭০ সনের ১২ ই ডিসেম্বরে সংস্থাপিত। অত্রত্য অন্যতম ভূমাধিকারী বাবু গোবিন্দকুমার চৌধুরী প্রাইবেট স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা।

সেরী, মাধবপুর ও বাক্রাগলা প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার্থ কতিপয় চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত আছে। সচরাচর ঐ সকল টোলে স্মৃতি ও ব্যাকরণ এবং কোন কোনটিতে তদতিরিক্ত সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এখানে পারস্যভাষার বিলক্ষণ অনুশীলন হইত; অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঐ ভাষার চর্চ্চা অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে।

সেরপুরে যে সকল পুস্তকাদি প্রণীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইলঃ—

পুস্তকাদির নাম।	প্রণেতা।	যে ভাষায় লিখিত।
১-সত্যনারায়ণ ব্রতকথা।	৺ কমলেশ্বর সার্ব্বভৌম।	সংস্কৃত।
২-মঙ্গলচণ্ডিকাব্রত কথা।	ঐ।	ঐ।
৩-প্রবোধশতক।	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।	ঐ।
৪-তত্ত্বাবলী।	ঐ	ঐ।
৫-সতীপরিণয়কাব্য।	ঐ	ঐ।
৬-গোভিল গৃহ্য সূত্রভাষ্য।	ঐ	ঐ।
৭-উপাসনোল্লাসিনী।	হরকিশোর চৌধুরী (প্রকাশক)	সংস্কৃত ও বাঙ্গলা।
৮-শ্রীমদ্ভাগবতীয় সাংখ্য মতের অনুবাদ (পদ্য)	৺রামনাথ বিদ্যাভূষণ	বাঙ্গালা।
৯-শ্রীবৎসোপাখ্যান।	উপস্থিত গ্রন্থকার।	ঐ।
১০-মনুষ্যের মহত্ত্ব।	ঐ	ঐ।

১১-সহর সেরপুরস্থ ময়মনসিংহ শাখাভারতবর্ষীয় সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী। } ঐ।

১২-বিদ্যোন্নতি সাধিনী পত্রিকা। } ঐ।

১৩-সিবিল গাইডের অনুবাদ। } ৺নবকুমার চৌধুরী। পারস্য।

১৪-নন্দিবংশীয় জমিদারগণের জমিদারি প্রাপ্তি বিবরণ। } ৺মৌলবি বসিরুদ্দিন। ঐ।

১৫-সিরাজুল্‌মুবতদি। মৌলবি ওজেউদ্দিন। ঐ।

চিকিৎসা—সহরসেরপুরে একটি গবর্ণমেন্ট-সাহায্যকৃত দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে *। উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসালয়ে থাকিয়া নিয়মিত রূপে ঔষধ পথ্যাদি প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যতিরেকে স্থানীয় ও বৈদেশিক অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আছেন। মপস্বলের চিকিৎসা কার্য্য সাধারণতঃ আহরী ও দেউসী কবিরাজ দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। তাহাদিগের চিকিৎসা-প্রণালী অপকৃষ্ট বটে, কিন্তু কোন কোন ঔষধ সবিশেষ ফলোপধায়ক দৃষ্ট হয়।

---

* ১৮৬৭ সনের ২৬ এ জুলাই স্থাপিত।

ঔষধগুলি সঙ্কলিত ও পরীক্ষিত হইলে চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

লোককীর্ত্তি ও সাধারণ হিতকর কার্য্য—স্থানে স্থানে দেব মন্দির, মস্‌জিদ্, বৃহৎবাটী, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি অধিবাসিগণের কীর্ত্তি খ্যাপক চিহ্নস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ জিউর মন্দির অতিসুন্দর; ব্রজনাথ চৌধুরি কর্তৃক ইহা বিনির্ম্মিত হয়। কাদির পীরের দরগায় বিস্তর কারু কার্য্য বর্ত্তমান; কিন্তু ঐ দরগা সংপ্রতি জীর্ণ ও ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণনগরের জমিদারবাটীর চতুর্দ্দিক প্রায় গাঙ্গিনা (পরিখা) দ্বারা পরিবেষ্টিত †। শীতল পুরের বাগান অতি প্রসিদ্ধ। সুতানালী দীঘির ন্যায় সুদীর্ঘ জলাশয় পরগণার কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ঐ দীর্ঘিকা মোদ নারায়ণ চৌধুরির সময়ে খনিত হয়। গড় জরিপায় কালীদহ নামে বিখ্যাত সরোবর ও কাচের জাঙ্গাল প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান। রাজচন্দ্র চৌধুরী মৃগী হইতে কাটাখালি নামে একখাল কাটাইয়া চাঁপাতলি বিল পর্য্যন্ত আনয়ন করেন, ঐ খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সেরপুরে পুষ্করিণীর সংখ্যা অনেক। প্রাচীন রাস্তা ও পুলের মধ্যে ব্রজনাথ চৌধুরী

---

† গড়জরিপা প্রভৃতি কোন কোন স্থানেও এরূপ গাঙ্গিনা দৃষ্ট হয়।

কৃত শেরীর সড়ক, এবং প্রতাপ নারায়ণ চৌধুরীর নির্ম্মিত শিববাড়ী ও বৈকুণ্ঠপুরের পুল দুইটি সমধিক প্রসিদ্ধ।

স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ নরসিংহজিউ ও রঘুনাথ জিউ প্রভৃতি বিগ্রহের সেবার্থ বৃত্তি নিরূপণ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভদ্র বিশিষ্টকে ব্রহ্মোত্তর ও তালুকাদি প্রদান করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মানুরাগিতা, সদাশয়তা ও ঔদার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুতা তারামণি চৌধুরাণী কর্ত্তৃক এস্থানে মহাভারত পাঠনা ‡ ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত § হইয়াছে।

এখানে ময়মনসিংহ-শাখাভারতবর্ষীয়সভা নামে একটি সভা স্থাপিত আছে; তদ্দ্বারা সময়ে সময়ে সাধারণ হিতকর কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শাসনপ্রণালী, রাজস্ব, ভূম্যধিকারী ও প্রজার অবস্থা।

শাসনপ্রণালী—ফৌজদারি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে পরগণার কতক অংশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জামাল-

---

‡ ১২৬২ সনের ১২ই ভাদ্র সমাপ্ত হয়।

§ ১২৭৪ সনের ২১এ আষাঢ় সংস্থাপিত।

পুরউপবিভাগের অধীন ; অবশিষ্ট সদরষ্টেসনের (নসিরাবাদের) এলাকাভুক্ত। সেরপুর, ফুলপুর, এবং দুর্গাপুর এই তিনটি পুলিস ষ্টেসন দ্বারা এখানকার শান্তি-রক্ষা কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। পূর্ব্বদিকে সিঙ্গুয়া রূপনারায়ণকুড়া পর্য্যন্ত সেরপুর পুলিস ষ্টেসনের ; তৎপূর্ব্বে ফুলপুরের এবং তারাই নদীর পূর্ব্ব ভূভাগে দুর্গাপুরের এলাকা। এই সকল ষ্টেসনে সাধারণতঃ এক এক জন সবইন্‌স্পেক্টর ও হেডকনেষ্টবল অবস্থিতি করেন। কথিত রূপনারায়ণকুড়া অবধি তৎপশ্চিমস্থ সমস্ত স্থানে সেরপুরমুন্সেফিচৌকির এবং তাহার পূর্ব্বদিকে ঘোষগাঁও চৌকির বিচারাধিপত্য বর্ত্তমান। মিউনিসিপালিটি সংস্থাপনাবধি নিজসেরপুর সহর সেরপুর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে (১)।

(১) মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশ ঔদম্বর ও জেনতাবাদ প্রভৃতি যে উনিশটি সরকারে বিভক্ত ছিল † তন্মধ্যে সরকার বাজুহায়ে, এপরগণা সন্নিবিষ্ট ছিল। এই নিমিত্ত ইহা প্রাচীন কাগজ পত্রে "সেরপুর দশ কাহনিয়া সরকার বাজুহায়" বলিয়া উল্লিখিত আছে। যবনাধিকারের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, ও মুরসিদাবাদ প্রভৃতি রাজধানীর অধীনে শাসিত হইত। পরগণামধ্যে দর্শাগ্রামে কানুনগোর কাচারিছিল। অনন্তর কসবার অন্তর্গত কাচারি পাড়ানামক স্থানে একটি আমিন কাচারি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঙ্গরেজ দিগের অধিকার হইলে অত্রত্য শাসন কার্য্য প্রথমতঃ ঢাকা নগরে হইত। ১৭৮৭ খৃঃঅব্দে ময়মনসিংহ জিলা স্থাপিত হইলে ‡ তদবধি

† শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গদর্পণ ২৮ পৃঃ।

‡ ১৭৮৭।২৯ এ সেপ্টেম্বরের লিখিত কলেক্টর উইলিয়ম রটন সাহেবের বোর্ড অব রেবিনিউর নিকটে পত্র।

রাজস্ব—এপরগণায় ভূমির নিরূপিত রাজস্ব ৩২৬৩৭।৶০ আনা ; তন্মধ্যে জমিদারিতে ২৫৩৮৮॥৶০ আনা, খারিজা তালুকে ২২৯৭৸৶০, এবং দায়েমি বন্দোবস্তি মহালে ৪৯৮০৸৶০। এতদ্ভিন্ন সরাসরি বন্দোবস্তি খাস মহালে ন্যূনাধিক ৪৯৯৪॥৶০ আনা, রাজস্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে (২)।

ইহা উক্ত জিলার অধীন হয়। ঢাকা হইতে সেরপুরের দূরতা (১৪০) মাইল ; নসিরাবাদ হইতে (৩৯) মাইল, এবং জামালপুর উপবিভাগ হইতে (১০) মাইল। জামালপুরে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে এখানে (কালীগঞ্জ নামক স্থানে) মহকুমা ছিল। পূর্ব্বে জমিদার-দিগের হস্তে পুলিসের ক্ষমতা এবং তাঁহাদিগের অধীনে শ্রীরামপুর ও পাটরা প্রভৃতি কয়েকটি থানা ছিল। দারোগা নিযুক্ত হওয়ার নিয়ম হইলে পর কতক কাল মধুরার চরে একটি কাড়ি থাকে। পুরাতন ও নূতন উভয় পুলিসের সময়ে নালিতাবাড়ী নামক স্থানে একটি কাড়ি বা আউটপোষ্ট ছিল। ১৮৭০ সনে এটি উঠিয়া গিয়াছে।

(২) ইঙ্গরেজি ১৭৯১ সনে (১১৯৮ অব্দে) কালেক্টর ষ্টিফেন বেয়ার্ড সাহেবের শাসন-কালে এপরগণার দশসালা বন্দোবস্ত হয়। ঐ বন্দোবস্ত কৃষ্ণচন্দ্র—প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী ; ভীম নারায়ণ চৌধুরী এবং শিবনাথ চৌধুরী এই তিন জাহতে হইয়াছিল। জমিদারির মোট সদর জমা ২৪৪৭৪।৶০ আনা সিক্কা ; তন্মধ্যে ।।/০ আনার ১৩০৮৬, এবং ।৶০ আনার ১১৩৮৮ ।৶০। নবাব কাসিম আলিখাঁর সময়ে এ পরগণার রাজস্ব ২৫১৮৬ টাকা নিরূপিত ছিল §। এক্ষণে প্রায় ৪০ হাজার টাকা আদায় হইতেছে।

---

§ ১৭৮৮।১২ই ফেব্রুয়ারি। কালেক্টর উইলিয়ম রটন সাহেবের পত্র।

ভূম্যধিকারী ও প্রজার অবস্থা—জমিদার, খারিজা-তালুকদার, এবং যাঁহাদিগের সহিত দায়েমি বা সরাসরি সূত্রে খাস মহালের বন্দোবস্ত আছে উঁহারা গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব প্রদান করেন। ভূম্যধিকারিগণ, পাট্টাই তালুকদার, চকদার, ইজারাদার, হুজুরি জোতদার ও সামান্য প্রজা প্রভৃতি হইতে খাজানা প্রাপ্ত হন। খাজানা সংগ্রহ, আবাদ পত্তন, হিসাব পত্র লিখন, এবং প্রজাদিগকে আহ্বান ও খাজানা চালান আদি কর্ম্ম সম্পাদন জন্য গ্রামে গ্রামে মণ্ডল, কর্ম্মচারী বা পাটওয়ারি ও ডাকুয়া নিযুক্ত আছে। ইহাদের সরঞ্জামি (বেতন) গ্রামের জমা হইতে বাদ দিয়া দেওয়া যায়; কোন কোন স্থলে উহার কিয়দংশ গ্রামিকেরা ও প্রদান করে। গ্রামের অন্যান্য নৈমিত্তিক ব্যয় গ্রামিকেরা দিয়া থাকে; উহা গ্রামখরচ বলিয়া খ্যাত। ঈদৃশ-কর-সংগ্রহ-ব্যবস্থা, প্রজা ভূম্যধিকারী উভয়েরই পক্ষে সুবিধাজনক। এই সকল কার্য্যকারক অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে নিযুক্ত হয়; গ্রামস্থ বলিয়া প্রজা সাধারণের সহিত ইহাদিগের সবিশেষ সমদুঃখসুখত্ব থাকে, সুতরাং ইহারা যাহাতে ভূম্যধিকারী ও প্রজা দুইয়েরই স্বার্থ রক্ষা হয় এরূপ যত্ন করে। মণ্ডলাদি নির্ব্বাচনসম্বন্ধে প্রজাগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারে। সাধারণতঃ তাহাদিগের মত লইয়াই কার্য্য করা হয়।

অত্রত্য রায়তগণ আসলি বা খোদকস্তা * এবং জিরাতি অথবা পাইকস্তা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গ্রামান্তর বাসি কৃষক ভিন্ন স্বগ্রামবাসি কৃষাণেরাও কখন কখন শেষোক্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে। সচরাচর বাটীর প্রধান পুরুষের নামে জোত লিখিত হয়। পরিবারস্থ অন্য যাহারা আবাদ করে, কোন কোন গ্রামে তাহাদিগকে জিরাতি কহে। ওয়ালা-কৃষাণেরাও প্রায়শঃ ঐ নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ যাহাদিগের নিজের খোদ (ভিটা) নাই, সামান্যতঃ তাহারা জিরাতি বলিয়া পরিচিত। প্রকৃত মকররি জোত বিশিষ্ট প্রজার সংখ্যা অত্যল্প। কোন কোন রায়তের দখলি স্বত্ব আছে, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহাদিগের জমার হারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। অধিকাংশ রায়তই অস্থায়িরূপে এগ্রামে ওগ্রামে ভূমি আবাদ করিয়া বেড়ায়।

ফসল দেওয়ার নিয়মেও কোন কোন ভূমি পত্তন হইয়া থাকে, উহাকে আধি বা বরগা কহে। বরগাদারকে সাধারণতঃ অর্দ্ধেক ফসল দিতে হয়। বরগাভূমির বীজ কোন স্থলে বরগাদার এবং কোন স্থলে বা পত্তনকারী প্রদান করিয়া থাকে। ঐ ভূমির খাজানার সহিত বরগাদারের কোন সংস্রব নাই।

কোন কোন রায়ত সচরাচর একবৎসরের আগাও জমা

---

* ইহাদিগকে ভিটি রাইয়তও কহে।

লইয়া অন্যের নিকট স্বীয় জোত পত্তন করে, ইহাকে ফসল বিক্রী বলে।

অনেকে খাজানা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সংস্থান নিমিত্ত ফসলের সময় ন্যূনতর দরে ধান্য সর্ষপাদি দিবার অঙ্গীকার পুর্ব্বক মহাজনের নিকট হইতে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ করে, ইহা পটি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সামান্যতঃ আষাঢ় ও ভাদ্রের কিস্তিতে পটি হইয়া থাকে।

পরগণার প্রায় সর্ব্বত্র কোড়ের মাপ (৩) প্রচলিত। কেবল খাস মহালগুলি বিঘার মাপে জরিপ হইয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গ্রাম বিবরণ।

গ্রামবিবরণ—ইতি পূর্ব্বে নানাবিষয় প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সহরসেরপুর ও কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইল।

(৩) ১ হস্ত ৬ অঙ্গুলিতে ১ গজ।
৬ গজে ১ ধুল।
২০ ধুলে ১ রশি।

---

১ ধুল×১ধুল ১ গণ্ডা।
২০ গণ্ডায় (১ রশি×১ধুল) ১ কাঠা।
২০ কাঠায় (১ রশি×১রশি) ১ কোড়।
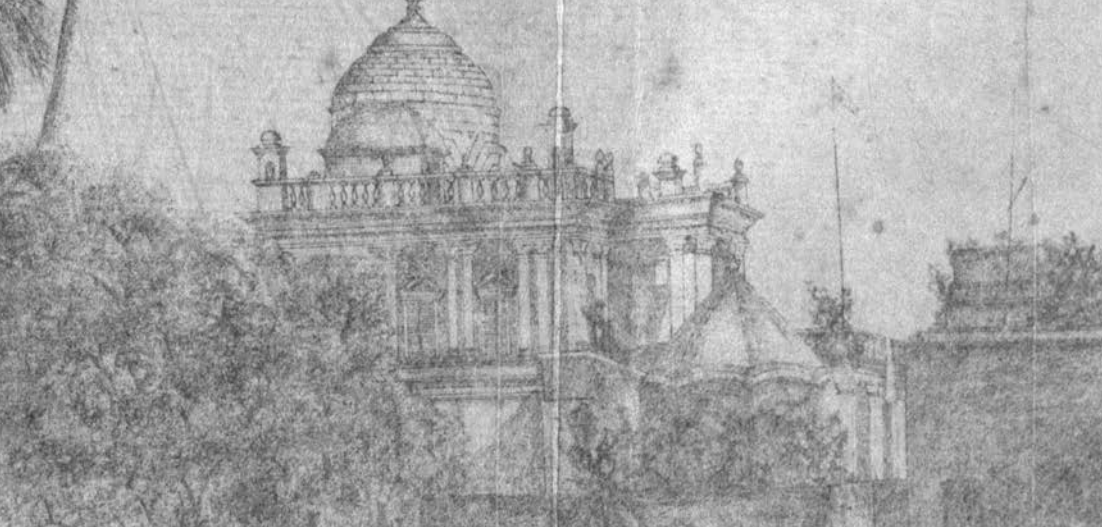
সহর সেরপুর।

ইহার উত্তর সীমা মনকান্দা, পূর্ব্ব সীমা আলাপসিংহের অন্তর্গত পাকুড়িয়া, দক্ষিণসীমা সেরী, এবং পশ্চিমসীমা মৃগী নদী। পরিমাণ ফল ১২ বর্গ মাইল। অধিবাসির সংখ্যা ৭৯৯১ *, তন্মধ্যে পুরুষ ৩০৮৬, স্ত্রী ২৮১৮, বালক ১১৩৯, এবং বালিকা ৯৪১। বার্ষিক মিউনিসিপাল টাক্স অন্যূন ৩০০০। এখানে দুইটি সেক্সনঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। ১ জন হেড কনেষ্টাবল ও ১০ জন কনেষ্টাবল নগরের শান্তিরক্ষা বিধান করিয়া থাকে। সহরসেপুর নিম্ন লিখিত ৩০টি মহল্লায় বিভক্তঃ—

১ রাজাবাড়ী-গোবিন্দগঞ্জ।
২ কৃষ্ণনগর-কালীবাজার।
৩ মুন্সিবাজার।
৪ রঘুনাথ বাজার।
৫ খড়মপুর।
৬ মাধবপুর।
৭ গোপালবাড়ী।
৮ নারায়ণপুর।
৯ গের্দানারায়ণপুর
১০ শিববাড়ী।
১১ নারায়ণপুর।
১২ রাজবল্লভপুর

---

* ১৮৭২ সনের ১৫ই জানুওয়ারি রজনীতে যে লোক সংখ্যা গৃহীত হয় তদনুসারে লিখিত হইল।

১৩ সেরী।
১৪ সেরী।
১৫ সেরী।
১৬ নবীনচর।
১৭ সেখহাটি-বাগবাড়ী।
১৮ ঢাকলহাটি।
১৯ দীঘার পার।
২০ সজবর খিলা।
২১ নও হাটা-কালীগঞ্জ।
২২ তাতারপুর।
২৩ মবারকপুর।
২৪ গৌরীপুর।
২৫ বাগ্‌রাকসা।
২৬ মিরগঞ্জ।
২৭ বারকপাড়া
২৮ মোল্লাপাড়া।
২৯ কাচারিপাড়া
৩০ কাঠগড়-গোয়াল পাড়া।

রাজাবাড়ী-গোবিন্দগঞ্জ।—ইহা অধুনা সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত। সুসঙ্গের অধিপতি রাজারামসিংহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে* রাণী আপনার দুই পুত্র সহকারে সেরপুর আগমন করেন। ঐ রাজবংশে পুর্ব্বে এই প্রথা ছিল, তাঁহারা অন্যের অধিকারে জলগ্রহণ করিতেন না। এতন্মূলক সেরপুর ভূস্বামী ভ্রাতৃ যুগলকে এই স্থান অর্পণ করিয়া ছিলেন। রাজ পরিবার কিছুকাল বাস করাতে লোকে ইহাকে রাজাবাড়ী কহিত। কাল সহকারে ইহা সুসঙ্গের ছিটা স্বরূপগণ্য এবং রাজাবাড়িয়া নামে খ্যাত হয়। এস্থান পুর্ব্বে ষোল আনির জমিদারগণের রথবাড়ী বলিয়া প্রথিত ছিল।

* ১৮৫৬।১২ই মে সদর দেওয়ানি আদালতের নিষ্পত্তি।

সা চিন্ কিমহম্মদ নামা এক ব্যক্তি হুসঙ্গের রাজার সনন্দ ক্রমে রাজাবাড়িয়ায় বসতি করেন। তথায় মির আবদুল বাকির নির্ম্মিত একটি মস্‌জিদ্ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে (১৮৩৬-৬০ খৃঃ) উহার পশ্চিমে মুন্সেফি কাছারী প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাবাড়িয়ার অপর ভাগে ৵০ আনি জমিদারের ভদ্রাসন। এখানে ফুলদোলের মেলা হইয়া থাকে। ১৮৫৬ সনে সাহায্যকৃত ইঙ্গরেজি বঙ্গ বিদ্যালয়টি প্রথমতঃ মুন্সেফ কাশীনাথ দাসের বাসায় স্থাপিত হয়।

কৃষ্ণনগর-কালীবাজার।—এখানে ৵১৫ আনি-জমিদারের বাসভবন বর্ত্তমান। ইহাকে ।।/০ আনির বাড়ী কহে। বাটীর প্রায় চতুর্দ্দিক জলগড় বা গাঙ্গিনা দ্বারা পরিবৃত। এস্থান পূর্ব্বে কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির ব্রহ্মোত্তর ছিল। কৃষ্ণনগরে তারাপান্থশালা নাম্নী অতিথিশালাটি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীর ভিটা নামক স্থলে গদাধর মুন্সির স্থাপিত এক কালীমূর্ত্তি ছিল। সহরসেরপুরে যে কয়েকটি হাট বাজার আছে, তন্মধ্যে কালী বাজার সর্ব্ব প্রধান। কালীগঞ্জে মহকুমা থাকা কালে এখানে একটি ফাঁসি হইয়াছিল। ভূস্বামি রাজচন্দ্রচৌধুরী লোক সমাজে অতীব যশস্বী ও ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। তাঁহার পিতা কীর্ত্তিনারায়ণ বিষয়কর্ম্মকুশল ও শ্রমশীল পুরুষ ছিলেন, এবং মাতা দেবী চৌধুরাণী সহমৃতা হন। বিজয়া চৌধুরাণীও

বিলক্ষণ প্রসিদ্ধা। গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর পত্নী তারামণি চৌধুরাণী ধর্ম্মশীলা ও মহতীকীর্ত্তি শালিনী।

রঘুনাথ বাজার।—রঘুনাথ বাড়ী, ৶১০ আনির জমিদার বাটী, এবং গোবিন্দ বিদ্যালয় এই মহল্লায় অবস্থিত। মোদ নারায়ণ চৌধুরী স্বীয় অন্যতর পুত্রের নামে রঘুনাথজিউর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত মন্দিরটি বর্ত্তমান মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ৶১০ আনির জমিদার বাটী ষোলআনির জমিদারগণের বাসভূমি ছিল। কথিত আছে, রামনাথ চৌধুরির পৌত্র জগজ্জীবন দর্শা হইতে এস্থানে আগমন পূর্ব্বক বসতি করেন। এক সময়ে (১৮৩৩-৩৫) পঞ্চবটীর উত্তর ভাগে মুন্সেফি কাছারী এবং তাহার দক্ষিণে সেরীর পথের পশ্চিম ধারে কিছুকাল (১২৫১ অব্দে) একটি স্কুল স্থাপিত ছিল। ৶১০ আনির জমিদারদিগের মধ্যে ভীমনারায়ণ ঔদার্য্য ও বদান্যতা বিষয়ে এবং ব্রজনাথ ও তৎপুত্র দ্বয় (নবকুমার ও নন্দকুমার) বিষয় বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন।

খড়মপুর।—এখানে এক তালুকদারবাড়ী, মুন্সেফি আদালত, ও একটি সেরুনঘর বর্ত্তমান। রামকান্ত সিকদার উল্লিখিত তালুকদার গোষ্ঠির আদিপুরুষ। কথিত আছে, ৶১০ আনি বিভাগ কালে ব্রজনাথচৌধুরীর প্রযত্নে কতক

গুলি খারিজা তালুকদারের আবির্ভাব হয়, রামকানু তাহার অন্যতম। ১৮৬১ সনে মুন্সেফ কৃষ্ণকিঙ্কর সেনের সময়ে মুন্সেফি কাছারীটি রাজাবাড়ীয়া মহল্লা হইতে এস্থলে উঠিয়া আইসে।

মাধবপুর।—এখানে কালী প্রসাদ সার্ব্বভৌম ও গঙ্গাধর তর্কসিদ্ধান্তের দুইটি টোল আছে। মাধবপুরের চক্রবর্ত্তিরা প্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান জমিদার ও তালুকদার ইহাঁদের যজমান। ইহাঁরা আমআটিয়ার গাঙ্গুলি। ইহাঁদের পূর্ব্ব পুরুষ রামদেব চক্রবর্ত্তী এখানে আসিয়া বাস করেন। এই বংশে দুর্গারাম পঞ্চানন, আদিত্যরাম সার্ব্বভৌম, রামশঙ্কর বিশারদ, কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি এবং বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাগীশ উপযুক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে আদিত্যরাম সার্ব্বভৌম ও কৃষ্ণকান্ত শিরোমণির শাস্ত্রে সমধিক পারদর্শিতা ছিল। সার্ব্বভৌম হইতে এই বংশের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

গোপালবাড়ী।—এই মহল্লায় সাহায্যকৃত ইঙ্গরেজি বঙ্গ বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপালবাড়ীতে পত্র নবিশ বংশীয় দুইঘর তালুকদার বাস করেন। ইহাঁরা জমিদারগণের কুটুম্ব। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ গঙ্গানন্দ পত্রনবিশ যশোহর জিলার অন্তঃপাতী গয়েশপুরে বসতি করিতেন। তৎ পুত্র রামবল্লভ সুসঙ্গরাজ কর্ত্তৃক মাড়ালা গ্রামে স্থাপিত হন। রামনারায়ণ এ পরগণার

গুস্তাবহলি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রামকান্ত, ভীমনারায়ণ চৌধুরির কন্যাকে বিবাহ করিয়া সহরস্যেরপুরে অবস্থিত হন। ক্রমে অন্যান্যেরও আগমন হয়। ইঁহাদের কেহ কেহ রাজাবাড়িয়া, বৈকুণ্ঠপুর ও গড়গড়িয়ায় বসতি করেন। এই বংশে গোপালকৃষ্ণ ও কালীকিশোরপত্রনবিশ সবিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। গোপালবাড়িতে মাকণ্ডেয় স্কুল নামক জনৈক হিন্দুস্থানী আঢ্য মহাজন বাস করে। বাদেকোতোলপাড়ার লস্কর গোষ্ঠী অতিশয় খ্যাত ছিলেন। ইঁহারা নন্দি জমিদারগণের জ্ঞাতি। নীলকণ্ঠ লস্কর ইঁহাদিগের বীজপুরুষ। হরিচরণ লস্কর সেরপুর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি এখানে ঐ বংশ একদা তিরোহিত হইয়াছে। উক্ত লস্করের বাটীতে এক্ষণে রাজলক্ষ্মী চৌধুরাণী অবস্থিতি করেন। শিবনাথ চৌধুরীর কন্যা গঙ্গামযী উহার নিকট বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। কোতোয়ালপাড়ায় কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরীর জামাতা যদুনন্দন দাসের বাড়ী ছিল। ইঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র উত্তরাধিকারক্রমে ৵১৫ আনি জমিদারি প্রাপ্ত হন। এখানে ৵১০ আনির এক ঘর জমিদার (মদনমোহন চৌধুরী প্রভৃতি) ও /১০ আনির একজন অংশী (অপূর্ব্বা চৌধুরাণী) বাস করেন। গেদানারায়ণপুরের যে অংশ এই মহল্লায় পড়িয়াছে, তাহাতে /১০ আনির জমিদারের ভদ্রাসন অবস্থিত।

নারায়ণপুর।—এস্থানে ⁄১০ আনির জমিদারগণ (নন্দমোহন চৌধুরী প্রভৃতি) অবস্থিতি করেন। রামমোহন চৌধুরীর শিবমন্দির ও ফকির চক্রবর্ত্তির শিবের মঠ এই মহল্লায় নয়নগোচর হয়। নারায়ণপুরের সেন বংশ প্রসিদ্ধ ও সৎকুলসম্ভূত। ইঁহাদের পূর্ব্ব বসতি স্থান ফরিদপুরের অন্তর্গত হরিহর নগর। রাজচন্দ্র ও শিবনাথ চৌধুরী বৈদ্যনাথ সেনের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করাতে তিনি তদুপলক্ষে সেরপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। তৎ পুত্র ভোলানাথ সেন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন।

গোর্দনারায়ণপুর।—এই মহল্লায় ২য় ⁄১৫ আনির জমিদার বাটী ও বড়আখড়া। প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতির উদ্যোগে মুকুন্দদাস বাবাজি নামক জনৈক রামাওৎ নরসিংহ জিউ স্থাপন ও বড়আখড়া নির্ম্মাণ করেন। প্রতাপনারায়ণ চৌধুরী এখানকার সর্ব্বপ্রথম মুন্সেফ ছিলেন। ইনি বুদ্ধিমত্তা ও উপযোগিতার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ। মৃগয়াবিষয়ে ভুবনচন্দ্রের সাতিশয় পটুতা ও নৈপুণ্য ছিল।

শিববাড়ী।—তারকেশ্বর বা বুড়াশিব নামে একটি প্রকাণ্ড পাষাণময় শিবলিঙ্গ এখানে সংস্থিত আছে। কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরির সময়ে বাঞ্ছারাম নামক এক শূদ্রকে ইহাঁর নিকটে বলি দেওয়া হইয়াছিল। শিববাড়ীর অদূরে ধরগোষ্ঠীর বাস। গৌরীকান্ত ধর ⁄০ আনিজমিদারির ক্রোক

সরবরাহকার ছিলেন। এই মহল্লায় রাজকিশোর রায়ের স্থাপিত আনন্দকালী বিরাজমানা। ঐ স্থানকে কালীবাড়ী কহে। রাজকিশোরের পিতা বৈদ্যনাথ ও জ্যেষ্ঠতাত জগন্নাথ রায় সেরপুরে আগমন করেন। এই মহল্লায় নরসিংহবাগ নামে একটি বাগান ও গোসাঁই পুষ্করিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে।

রাজবল্লভপর।—এই মহল্লায় হরচন্দ্র নাগ প্রভৃতি নাগ বংশীয় কায়স্থ তালুকদারেরা বাস করেন। এই বংশ রাজবল্লভ নাগ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কড়াপর ইঁহাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থান। নন্দি জমিদারগণের বীজপুরুষ রামনাথ চৌধুরী রাজবল্লভকে সেরপুরে স্থাপিত করেন। নাগ বংশীয়েরা কহেন, রামনাথ জমিদারি পাওয়া কালে রাজবল্লভ বা তাঁহার পিতা বাণীবল্লভ তাঁহার (রামনাথের) উপকার করিয়াছিলেন। এই বংশে কৃষ্ণপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, গৌরীপ্রসাদ ও রামলোচন নাগ বিলক্ষণ যোগ্য এবং রাধামোহন নাগ প্রভৃতি কেহ কেহ সবিশেষ প্রতাপশালী হইয়া গিয়াছেন। নাগবংশের কেহ কেহ দুর্গাপুর, নারায়ণপুর, এবং নরসিংহবাগে অবস্থিতি করেন।

১৩ সেরী।—এখানে কেব্রভি সাহেবের কাচারী ও সফাৎ উল্লামৃধার মসজিদ্ বর্ত্তমান। এই মহল্লায় রামরতন

আমিন নামক একজন তালুকদার বসতি করিতেন। ইনি উপযুক্ত লোক ছিলেন। সা চিন্‌কিমহম্মদের বংশোদ্ভব ছৈয়দ মবারকআলী মিঞা এখানে বাস করেন। ইনি মুন্সেফি আদালতের বর্ত্তমান সেরেস্তাদার।

১৫সেরী।—সেরীর ভট্টাচার্য্যেরা সঙ্গতি শালী, মান্য ও সবিশেষ খ্যাত। জমিদারগণের অনেকে ইঁহাদের শিষ্য। ইঁহাদের আদিপুরুষ কাশীরাম ন্যায়ালঙ্কার মুরসিদাবাদ হইতে আসিয়া সেরপুরের তদানীন্তন জমিদার কর্ত্তৃক সেরী গ্রামে স্থাপিত হন। ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র কৃষ্ণানন্দ। ১১৪১ সনে মোদনারায়ণ চৌধুরী ইঁহাকে রাজ পণ্ডিতির সনন্দ প্রদান করেন *। তদীয় অন্যতম পুত্র অচিন্তরাম তর্কসিদ্ধান্ত অতি প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। হরসুন্দর তর্করত্ন ও ঈশানচন্দ্র ন্যায়রত্নের টোল আছে। তর্করত্ন পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। এখানে সাগরদির হুজুরি তালুকদারদের একটি কাচারী আছে। তাহাকে হুজুরি কাচারী কহে। এই স্থান সাগরদির অন্তর্গত। এই মহল্লায় নাক্‌কাটির জাঙ্গাল নামে জঙ্গলাকীর্ণ এক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন পথ আছে।

---

* ১১৪১।২১এ অগ্রহায়ণ। মোদনারায়ণ চৌধুরির স্বাক্ষরিত কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের নামীয় সনন্দ।

নবীনচর।—এস্থানে হনুমান বাগ, শ্যামচন্দ্র চৌধুরির একটি বাগান ও ঠাকুরাণী-পুষ্করিণী নামে একটি পুষ্করিণী আছে।

চাকলহাটি।—এখানে রাম কিশোর কবিরাজ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ চিকিৎসক বাস করেন। ইঁহার পিতা রামকান্ত কবিরাজ একজন যশস্বী চিকিৎসক ছিলেন। এই গ্রামে কৃষ্ণমোহন চৌধুরির একটি বাগান আছে।

সজবরখিলা।—এখানে ৵১০ আনি জমিদারগণের একজন অংশী (মণিকর্ণিকা চৌধুরাণী) বাস করেন। আর একটি সেরুনঘর এই মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত। সজবর খিলায় রায়বংশীয় অধিকাংশ তালুকদারের বাস ছিল। ইঁহারাও নন্দি জমিদারদিগের জ্ঞাতি, এবং ইহাঁদিগের আদিপুরুষ অনন্তরাম রায় প্রভৃতি। হরিনাথ রায় অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন। ১৮৩৩ সনের পূর্ব্বে তিনি এখানে মুন্সেফি কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার বাড়ীতেই কাচারী হইত। এক্ষণে রায় বংশের এক ঘর মাত্র বর্ত্তমান আছে। এস্থানে রামলোচন মজুমদার নামক আর এক ব্যক্তি সুযোগ্য ও বিচক্ষণ ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাড়ীতে শিবদয়ালতেওয়ারি প্রভৃতির কাচারী আছে। সজবরখিলায় সেরীর ভট্টাচার্য্যদিগের জ্ঞাতি বগুড়াবাসি কালীশঙ্করভট্টাচার্য্যের বাসাবাড়ী ছিল। স্থানীয় অনেক জমিদার এই গোষ্ঠীর শিষ্য। ইনি অতীব পরোপকারী ও উদার-

স্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। এই মহল্লায় শীতলপুরের বাগিচা নামে এক প্রসিদ্ধ বাগান আছে।

নওহাটা-কালীগঞ্জ।—সেরপুর পুলিস ষ্টেসনের অল্প উত্তরে কালীগঞ্জ নামে এক স্থান আছে। পূর্ব্বে এখানে মহকুমাছিল। ইহা মৃগীনদীর বামতটে অবস্থিত। উল্লিখিত ষ্টেসন ও মৃগীর নিকট দিয়া একবর্ত্ম উত্তরমুখে গোয়াল-পাড়ার পথে সঙ্গত হইয়াছে। সম্মিলন স্থলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে প্রাগুক্ত মার্গের পূর্ব্বদিকে সাহেবদিগের কুঠি ও কাচারী এবং পশ্চিম দিকে জেলখানা ও সিপাহি-গণের বাসগৃহ ছিল। ইহার দক্ষিণে, চোরবাজার নামক স্থানে কয়েদিদিগের নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যাদি বিক্রয় হইত। যে স্থানে উভয় পথ মিলিত হইয়াছে, তথা হইতে গোয়ালপাড়ার পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে উত্তর ভাগে ক্রমশঃ আমলাগণের বাস ভূমি, দেশওয়ালি পট্টি, রেজে-ষ্টরি কাচারী, ক্রোককাচারী, এবং পূর্ব্বতন থানার স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে একটিন রিঃ কন বৃক্ষ প্রাচীন থানার স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

সম্ভবতঃ ১২১৪ সনে এখানে কাচারী সকল সংস্থাপিত হয়। মেকশুল সাহেব এখানকার প্রথম মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহার প্রতি ১২২০ সনে ৶১০ আনি বাটওয়া-রার কার্য্যভার ও অর্পিত হয়। মেকশুলের পর

* ১৮৪৩।২২এ ডিসেম্বর (১২৫০।৮ই পৌষ) বাটোয়ারার রোব-কারি।

হেরিঙ্গটন সাহেব মাজিষ্ট্রেট হন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, ইহার পর মহকুমাটি কিছুকালের জন্য উঠিয়া যায়। ১২৩১ সনে ডেম্পিয়ার সাহেবের প্রযত্নে পাগল পন্থিদিগের অনুষ্ঠিত ঘোরতর উপপ্লব কতক অংশে প্রশমিত হয়। ডেম্পিয়ার কালীগঞ্জের প্রথমশ্রেণীর রেজিষ্টার ছিলেন। ইঁহার হস্তে রাজস্ব ও ফৌজদারি সংক্রান্ত অনেক ক্ষমতাছিল। ১২৩৪ সনে ডন্‌বার্ সাহেব আগমন করেন। তিনি এ পরগণার নিরিখসম্বন্ধীয় অনেক জটিল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছিলেন। কালীগঞ্জে কালেক্টরি কাচারি ও সদর আমিনি আদালতও বিদ্যমান ছিল†। ১২৩৮ সনে মহকুমাটি উঠিয়া যায়; মহকুমা উঠিয়া গেলেও তথায় বহুকাল পর্য্যন্ত ক্রোক কাচারী বিদ্যমান ছিল। কালীগঞ্জের অনতি দূরে নওহাটা। এখানে ডন্‌বার সাহেবের কন্যা এলিনসোকায়া, এবং শ্যালক হেগার সাহেবের সমাধিদ্বয় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উহা প্রাচীর দ্বারা গোলাকারে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণে পাঁচুরায়ের পুষ্করিণী। এই রায়গোষ্ঠী বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন।

† ১৮১০।৩রা আপ্রিল কালীগঞ্জের কালেক্টরি কাচারি এবং ১৮৩১।২৬ এ মে তথাকার সদরআমিনি আদালতের নিষ্পন্ন রোবকারি।

মবারকপুর।—এখানকার মিত্রেরা প্রসিদ্ধ। হরবল্লভ মিত্র ইহঁাদের পূর্ব্বপুরুষ। সম্প্রতি এখানে একঘর মাত্র অবশিষ্ট আছেন। আর এক ঘর নারায়ণপুরে বাস করেন। মবারকপুরে নন্দলাল মিত্রের স্থাপিত এক কামাখ্যাপীঠ আছে। কামাখ্যা বাড়ীর পূর্ব্ব দক্ষিণদিকে বৃহদায়তন উচ্চ একটী মৃত্তিকা স্তূপ দৃষ্ট হয়; তাহা বুরুজ বলিয়া কথিত। মিত্রকন্যা বিশ্বেশ্বরী বৈধব্য দশায় অতি কঠোর ব্রতিব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গৌরীপুর।—এই মহল্লায় মৈত্র পরিবার বিলক্ষণ ধনী। রাজসাহি জিলার অন্তর্গত কলম গ্রাম ইহঁাদের পূর্ব্ববাস স্থান। মোদনারায়ণচৌধুরী, রঘুনাথ মৈত্রকে কিঞ্চিৎ ভূমি দিয়া নগরপাড়া গ্রামে স্থাপিত করেন। ইহঁার অন্যতম পুত্র ধনঞ্জয় বিষয়বাসনা ও সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন। ১২০২ সনে হরেকৃষ্ণ প্রমুখ অপর দুই পুত্র নগরপাড়া ছাড়িয়া গৌরীপুরে বসতি করেন। হরেকৃষ্ণের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ ও কাশীনাথ, ব্রজনাথ চৌধুরীর সরকারে চাকুরি করেন। ইহাদের সময় অবধিই মৈত্র পরিবারের অবস্থা নানাপ্রকারে উন্নতিলাভ করিতে থাকে। বাণিয়াপাড়ার পোতদার গোষ্ঠী প্রসিদ্ধ।

বাগরাকসা।—এখানে চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের একটি চতুষ্পাঠী আছে। তর্কালঙ্কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত,

এবং তত্ত্বাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকের প্রণেতা। ইহাঁর পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশও অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁরা মানকোণের চক্রবর্ত্তী। তর্কালঙ্কারের পিতামহ কালীচরণ মানকোণ হইতে সেরপুরে আসিয়া বাস করেন। বাগ্‌রাক্‌সার কমলেশ্বর সার্ব্বভৌম একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি ও স্মৃতিশক্তি সাতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এখানে কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তির নির্ম্মিত একটি শিবের মঠ আছে। গড়গড়িয়ায় পূর্ব্বে তেলি বংশীয় সাহা পরিবারের বসতি ছিল। সংপ্রতি ঐ স্থলে কালীকিশোর পত্রনবিশের বাটী বর্ত্তমান আছে। এই মহল্লায় বড়জাঙ্গাল নামে এক সুপ্রশস্ত পুরাতন পথ দৃষ্ট হয়। অধুনা কতকগুলি চর্ম্মকার তদুপরি বাস করে।

মিরগঞ্জ।—এখানে সেরপুরপুলিসষ্টেসন বর্ত্তমান আছে। কালীগঞ্জ হইতে থানা উঠিয়া গেলে উহা মিরগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মোল্লাপাড়া।—সুতানালী নামক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকাটি এই মহল্লায় অবস্থিত।

কাচারীপাড়া।—নবাবি আমলে দর্শার কাচারী উঠিয়া গেলে পর এখানে এক আমিন কাচারী স্থাপিত হয়। অধুনা ঐস্থলে কেবল একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষ দেখা যায়।

ইহার উত্তরে সা কাঙ্গালের এক দরগা আছে; তথায় অনেকগুলি কবরও দৃষ্ট হয়।

কাঠগড়-গোয়াল পাড়া।—কাঠগড়ে অনেক হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করিত। এক্ষণে ইহার অধিকাংশ জঙ্গলময় হইয়া গিয়াছে। গোয়ালপাড়ায় মৃজামেন্দিবেগের নির্ম্মিত বৃহৎ একটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে। ইহার সম্মুখ ভাগে তিনটি ও দুই পার্শ্বে এক একটি দ্বার আছে। ঐ মস্‌জিদের উত্তর পূর্ব্বাংশে মেন্দিবেগের বাড়ীছিল। উহার চতুষ্পার্শ্ব প্রায় গাঙ্গিনা দ্বারা পরিবেষ্টিত। মেন্দি সিয়ামতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন।

মিরগঞ্জ হইতে কাঠগড়-গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত মহল্লা সকলে যে সমস্তস্থান পড়িয়াছে, সচরাচর তাহাকে কসবা কহে।

গড়জরিপা।—ইহার চতুর্দ্দিক্ জাঙ্গাল নামক সমুচ্চ মৃণ্ময় প্রাকার শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে প্রায় চারিটি প্রাচীর অদ্যাপি সম্পূর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। প্রতি প্রাচীরের অন্তরেই এক একটি কুল্যা (গড়খাই) দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন কোনটি শুষ্ক ও মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়াছে। বর্ষাকালে প্রায় সকলগুলিই জলে পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থ জাঙ্গালের বাহিরে যে কুল্যা আছে, তাহার পশ্চিমাংশকে কালীদহ, দক্ষিণাংশকে ফুলবাড়িয়া, পূর্ব্বভাগকে

খাস এবং উত্তর অংশকে দিগ্‌দাইর কহে। কালীদহ ও ফুলদাড়িয়ার মধ্যস্থলে নৌকাকার একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থান নয়নগোচর হয়, ইহা "কোসা" বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। গড়ে প্রবেশ করিবার জন্য চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। পূর্ব্বেরটিকে "কোমদোয়ারি," পশ্চিমেরটিকে "পানি-দোয়ারি," দক্ষিণেরটিকে "সমসকার দেউড়ি" এবং উত্তরেরটিকে "খিড়কিদোয়ারি" কহে। পানিদোয়ারি নামক দ্বারের সমীপে দুইটি প্রস্তর ফলক পড়িয়া আছে। উহা কপাটের অংশ বিশেষ বলিয়া অনুমিত হয়।

গড়ের মধ্যে হুমায়ুন সা নামক এক আমিরের বাড়ী ছিল। উহার পশ্চিমভাগে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান *। সমাধির তিন দিকে প্রাচীর আছে। সমসকার দেউড়ি হইতে গড়ের মধ্য দিয়া আর একটি জাঙ্গাল উত্তরমুখে গমন করিয়াছে। ইহা কাঁচের জাঙ্গাল বলিয়া খ্যাত। উহার কোন কোন স্থান পাকা দৃষ্ট হয়। উক্ত দেউড়ি ও জাঙ্গা-লের নিকট গোলা বারুদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ স্থলে কতকগুলি ভগ্নাবশেষ ইষ্টকস্তূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* সমাধির উপরিভাগে এক বৃহৎ প্রস্তর ফলকে আরবী ভাষায় কয়েক পঙ্‌ক্তি লিখিত ছিল। প্রস্তরখানি ১২৭১ সনে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত উক্ত লিপির কোন মর্ম্মোদ্ধার হয় নাই।

গড়ের অভ্যন্তরে, উত্তর ভাগে সরোবর নামে এক জলাশয় আছে, উহার উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী মসজিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গড়ে বহু সংখ্য পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে মুন্সি মিঞার তালাব সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রথম জাঙ্গালের বাহিরে একটী জলাশয় আছে, তাহাকে রাজারমার পুষ্করিণী কহে। ইহার জল নির্ম্মল। এই পুষ্করিণীর উত্তর পারে বৃহৎ এক খণ্ড প্রস্তর আছে। লোকে সময়ে সময়ে তদুপরি দুগ্ধ কদলী প্রদান করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে কাদিরপীরের দরগা নামে একটি মস্‌জিদ বর্ত্তমান। উহাতে বিস্তর কারু কার্য্য ছিল; এক্ষণে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসের শেষ পক্ষে এখানে এক মেলা হইয়া থাকে। কথিত আছে, পাগলপন্থিগণের উপদ্রব কালে গড় জরিপায় একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল।

জনশ্রুতি-প্রমাণ বোধ হয়, জরিপা নামক কোন বন্য সর্দ্দার এস্থানে বাস করিত। যবনাধিকার বিস্তার হইবার কালে হুমায়ুন সা নামক জনৈক মুসলমান এখানে আগমন পূর্ব্বক তাহাকে নিষ্কাশিত করিয়া গড় ও বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে হুমায়ুন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলে ইনি দিল্লীর বাদসাহের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী হইয়া, বাদসাহের ভয়ে প্রভুত

সৈন্য ও শ্রমজীবি সমভিব্যাহারে এস্থলে পলাইয়া আসিয়াছিলেন।

কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও পাটকোঙরের পরস্পর কলহকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ এখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন *।

সা চিন্‌কি মহম্মদ, গড়জরিপা লাখেরাজ প্রাপ্ত হন। মির আবদুল বাকির সময়ে, গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর ধার্য্যের মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া ১২৪২ সনে সমুদয় বাহির-গড় খাস হইয়া যায় †।

গাজির ভিটা।—ইহা ভুরাঘাট নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। কিংবদন্তী এই, ইহা গাজিবংশীয়মুসলমান জমিদার গোষ্ঠীর বাসস্থান ছিল। এস্থানে কয়েকটি পুষ্করিণী আছে। স্থানে স্থানে ইট পাওয়া যায়। সেরআলি গাজি দস্যুকল্প লোক ছিল। নরহত্যাপরাধে তাহার সর্ব্বস্ব দণ্ড হইয়াছিল।

গাজির খামার।—কথিত আছে, এই গ্রামে গাজির

---

* ১৮৭২ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেল ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠা।

† ১২৪২।১৫ ই কার্ত্তিক (২৮৩৫।৩১এ অক্টোবর) বাদি সরকার বাহাদুর বিবাদি মির আবদুল বাকি প্রভৃতি গড় জরিপার বাজেয়াপ্তি মোকদ্দমার রোবকারি।

খামারবাড়ী ছিল। এখানে গাজির নামে একটী দরগা আছে। দরগায় তুইটী সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা গাজি ও বিবীফাতেমার বলিয়া খ্যাত। ফাতেমার কবরের উত্তরে একটী প্রাচীর আছে। ইদের দিবস তাহার নিকট খুতবা পাঠ হইয়া থাকে। দরগার পূর্ব্বভাগে একটী ঘাট-বান্ধান বৃহৎপুষ্করিণী দৃষ্ট হয়।

সোহাগপুর।—এখানেও গাজির এক দরগা আছে। উহার পূর্ব্বভাগে এক পুষ্করিণী। পশ্চিমদিকে এক উচ্চ স্থান আছে; উহা কাহারও ভদ্রাসন বলিয়া বোধ হয়।

দর্শা।—ইহার পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে তারাইনদী প্রবাহিত। এখানে পাতরের পুষ্করিণী ও কোঠের পুষ্করিণী বলিয়া তুইটী প্রসিদ্ধ বাপী আছে। এই গ্রামে অনেক দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, পুরাতন পথ, ঘাট এবং প্রাচীন বসতি চিহ্ন নয়ন-গোচর হয়। নবাবি আমলে এখানে কানুনগোর সেরেস্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দর্শা নন্দিজমিদারগণের পূর্ব্ব বাস স্থান। রমাবল্লভ মজুমদার নামক জনৈক বৈদ্য কানুনগো সেরে-স্তার কর্ম্ম কারক ছিলেন। সেরআলিগাজি, ভ্রমণ ব্যপ-দেশে তাঁহাকে জলপথে কোন স্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করে। ইহাঁরই পুত্র রামনাথ চৌধুরী নন্দিবংশীয় আদি জমিদার। তিনি পিতৃ হন্তার দারুণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেরপুর পরগণার আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধারা।—ইহা গজন নদের পারে অবস্থিত। ধারার খাঁ দিগের অনেক তালুক আছে। ইহারা গাজিদিগের কুটুম্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। সা রোস্তম নামক এক ব্যক্তি ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ।

পাইকুড়া।—এখানে মৌলিকদিগের নিবাস ও এক কালী বাড়ী আছে ; ইহারা কায়স্থ। গোপীমোহন মৌলিকের বিস্তর তালুক ও সম্পত্তি আছে। তাহার পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথ, সুসঙ্গ হইতে আসিয়া অত্রত্য জমিদার সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীর সরকারে চাকর নিযুক্ত হয়। সূর্য্যনারায়ণ তাহার বাসার্থ পাইকুড়ায় কিঞ্চিৎ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়াদেন। জগন্নাথের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ চণ্ডীগড়ে বাস করিত। গারগণ তাহাকে বধ করে। গদাধর মৌলিক হইতে ইহারা তালুকদার। তদীয় জননী (বিজয় রামের পত্নী) সহমৃতা হইয়াছিল। ১২৩৪ সনের মহামারীর সময় গৌরমোহন (গোপীমোহনের পিতা) কর্ত্তৃক কালীমূর্ত্তিটি স্থাপিত হয়। কালীবাড়ীর পশ্চিমে নন্দিবংশীয় অনুপনারায়ণ চৌধুরীর সাময়িক বাসবাটীর ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

পোড়াগড়।—কেহ কেহ বলে, হুমায়ুনসার মন্ত্রী গয়েশউদ্দিন এখানে একটি গড় নির্ম্মাণ করেন।

ডুকরিয়া।—এই গ্রামে এক মঠ ও তৎ সন্নিধানে চারিটি

পুষ্করিণী আছে। এরূপ জনশ্রুতি, তথায় কোন রাজা, বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হাতিবান্দা।—এখানে বলরামদাসমহন্তের চকে মৃত্তিকা নির্ম্মিত কেল্লা বিশেষের চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

নাকগাঁও বা নাকোগাঁও।—পূর্ব্বে এখানে একটি কেল্লা ছিল। ভোগবতী তীরে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় গোপাল ও কামাখ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে।

কাঁকরকান্দি।—এখানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী বীরই রাণীর দীঘি বলিয়া কীর্ত্তিত আছে।

নৈয়ারিকুড়া।—কথিত আছে, এস্থানে কাছার রায় ও সোনারায় নামক দুইবন্যসর্দ্দার অবস্থিতি করিত। এক সময়ে ইহারা পাহাড় অঞ্চলের শাসনকর্ত্তাছিল। কেহ কেহ কহে, কাছার রায়ের শাসিত ভূভাগই এক্ষণে কাছাড় চাকলা বলিয়া পরিগণিত।

ঘোষগাঁও।—এখানে ঘোষদিগের বাড়ী দৃষ্ট হয়। ইহারা শূদ্র জাতীয় ধনাঢ্য লোক ছিল, গারোগণের উপদ্রবে তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্থানান্তরিত হয়। নেত্রবতীর অনতি-দূরে ঘোষের দীঘি নামে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী আছে।

গানই।—এখানে নন্দিদিগের বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারাও জাতিতে শূদ্র ছিল।

লাউচাপড়া।—পূর্ব্বকালে এস্থানেও একটি কেল্লা ছিল।

বিলডোরা।—এখানকার তালুকদারেরা ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে ইহাঁরা সবিশেষ আঢ্য ছিলেন। শম্ভু তালুকদার অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

ধোবাউড়া।—এস্থানে কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাস ছিল। কালীদাস মিশ্র প্রথমতঃ এখানে আসেন। তাঁহার পৌত্র কুমুদ সার্ব্বভৌম অতি প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, "বঙ্গেখ্যাতৌ কমল কুমুদৌ সর্ব্বদেশে মুকুন্দঃ"।

জৈনপটি।—এখানে ১২৫৩ সনের কার্ত্তিক মাসে বিশাল গর্জ্জন সহকারে ভূমিকম্প হইয়াছিল। তৎকালে ভূগর্ভ হইতে বালুকারাশি ও জল উত্থিত হইয়া প্রায় দুই হস্ত উচ্চ এক স্তূপরচনা করে এবং অনেক ক্ষেত্র প্লাবিত হইয়া যায়।

বাঞ্জিয়া।—কুমুদ সার্ব্বভৌমের দ্বিতীয় পুত্র সত্যবান বিশারদ গারলোকের ভয়ে ধোবাউড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র হরিনাথভট্টাচার্য্য প্রবীণ নৈয়ায়িক ছিলেন।

বিশ্বনাথ পুর।—রামনাথ তর্কবাগীশ তাঁহার ভ্রাতা হরিনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিবাদ করিয়া এখানে আসেন। কথিত আছে ইনি স্বপুত্র বিশ্বনাথের নামে এই পল্লী স্থাপন করিয়াছিলেন।

শালধা।—এখানকার চক্রবর্ত্তিরা শাখোয়াইর ভরদ্বাজ বলিয়া খ্যাত। ইহাঁদের বিলক্ষণ মান সম্ভ্রম আছে। সম্পত্তিও মন্দ নহে। ইহাঁরা প্রথমতঃ সুরীহারায় ও তৎপর এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

জালকাটা।—এখানকার চক্রবর্ত্তিরাও খ্যাত। বিশ্বেশ্বর বিদ্যাবাচস্পতি একজন লব্ধবর্ণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এক টোল ছিল।

ফেচকুল্যারগড়।—কাকিলাকুড়া গ্রামে উক্ত নামে এক গড় আছে। তথায় গাঙ্গিনা, পথ ও প্রস্তরে বান্ধান পুষ্করিণী ও বাসভবনের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। লোকে কহে পরশুরাম শীলা দেবীকে এস্থলে বাসার্থ একটী বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

লঙ্গর পাড়া।—শঙ্কর বাচস্পতি নামক জনৈক পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন।

হেড়ুয়া-কীর্ত্তিগঞ্জ, ছনকান্দা কোটরাকান্দা, ও ভীমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে এক একটী নীলের কুঠি ছিল। অদ্যাপি ঐ সকল কুঠির চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট।

অধিকার ও রাজস্ব।

জমিদারি।

নম্বর।	হিস্যা।	মালিক।	সদর জমা।	বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম *।
১৩৮	৴৫	নন্দমোহন চৌধুরী প্রভৃতি। (মুং কীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী)	১৯৩৮॥৶০	পাঞ্জরভাঙ্গা, মাটিয়াকুড়া, ডেকলাই, কুমরি ইত্যাদি।
১৩৯	৶১৫	হরচন্দ্র চৌধুরী।	৪২৬৫/০	ঘাগরালস্কর, নাঙ্গলযোড়া, বাঘবেড়; সিঙ্গুয়ারূপনারায়ণকুড়া, চান্দনগর, রাঙ্গামাটিয়া, শমনিয়াপাড়া, শিমুলতলা, মণিকুড়া, গামারিতলা, গুস্তাবহলি, ঘোষগাঁও, চরনেরপুর, ফুদনই, ধানশাইল, রাজনগর, বনগাঁও, ঘুগলী, হেড়ুয়া, খুজিউড়া, নালিতাবাড়ী ইত্যাদি।

* প্রত্যেক নম্বরে যে সমস্ত গ্রাম লিখিত হইল, তাহার কোনটি সাকল্যে এবং কোনটি বা ভাগতঃ ঐ নম্বরে পড়িয়াছে। এই সকলের কতক তরফুদি ও কতক তালুক।

১৪০	/৫	নন্দমোহন চৌধুরী প্রঃ। (মুং রাজচন্দ্র চৌধুরী)	১৯৩৮॥৶০	বত্তিহালা, লাউচাপড়া, গুঞ্জাকুড়া ইত্যাদি।
১৪১	/০	নবকুমার চৌধুরী প্রঃ।	১৫৫০৸৶০	ভুদনৈ, ভুধেরচর, পাবিয়াজুরি, বাগেশ্বরদি, রাঙ্গটিয়া ইত্যাদি।
১৪২	৩৷৷	ঐ	২৬৪৷৶০	আতুরাজঙ্গল ইত্যাদি।
১৪৩	৵১৷৷	ঐ।	৩১৩৯৵০	কবিরপুর আন্দারিয়া, কাঁটালকুণি, কৈচাপুর, গাজিরখামার, পাঠাকাটা, বিলডোরা, ভায়াডাঙ্গা, যামুদামারি, সমসচূড়া, শিমূলচড়া ইত্যাদি।
১৪৪	/১৫	রমানাথ চৌধুরী প্রঃ।	২৬৪৩৷৷০	বালুঘাটা, মাদারপুর, লঙ্গরপাড়া ইত্যাদি।
৪০৮২	৵১৫	আনন্দময়ী চৌধুরাণী।	৪২৬৫/০	কাকিলাকুড়া, জোলঙ্গামাধবপুর, চকবন্দি, হাতিবান্দা, যোগানিয়া, খলিশাকুড়া ; দেবাল, বিশগিরিপাড়া, কালাকুমা, চান্দগাঁও কৃষ্ণপটি, নছমনপুর, গোয়ালগাঁও-বাটাযোড়, কুরুয়া, মরিচপুরাণ ইত্যাদি।

৪০৮৩	৶০	হরকিশোর চৌধুরী প্রঃ।	৫৩৮৭৸৶০	কুড়িকাহনিয়া, গাজুনি, চরকাউড়িয়া, খোসালপুর, টাওকোচা, দাওধারা, বাছুরআলগা, মালাকোচা, মালিঝিকান্দা ইত্যাদি।

খারিজা বা হুজুরি তালুক।

নম্বর	যেনামে খ্যাত।	মালিক।	সদরজমা।	গ্রাম।*
১২০	নওগাঁও।	ব্রজকিশোর লস্কর প্রঃ।	১০২৷৶০	নওগাঁও।
১৪৫	জানকীপুরদিগর।	গোপালকৃষ্ণ গুপ্ত প্রঃ।	৩৩১৴০	জানকীপুর, বালিজুরি, বেল্দৈতল নয়াবিক, সিদলি, টেঙ্গরপাড়া, কলশপার, কোণাগাঁও।
১৪৬	ধোবাউড়া।	রামকেশব সেন।	৩১৮৸৶০	ধোবাউড়া, অমৃতা, বড়িকান্দি, চকলক্ষ্মীদিয়া, চকচর হাবর, দর্শা, চককুমিরা, খামারবাসা,

* কোন কোন গ্রাম সম্পূর্ণ ও কোন কোনটীর কতক অংশ বা ভূমি।

				খড়িয়াকান্দিরচর, চককামাল-খিলা,নিশ্চিন্তপুর-বাইরপাড়া, রামনগর, বন্দসাপমারি, চক-শীলকোণা।
১৪৭	বাইগড়পড়া।	নবকুমার চৌধুরী প্রঃ।	৫৬০॥৶০	আন্দারুপাড়া-বাইগড়পাড়া, রামজগন্নাথেরচর, হাটসন্ন্যা-সিভিটা, ঝটিয়াবর, কুতিউড়া, নাকগাঁও, পংনরাইল, রঘুনাথ-পুর, রৌহা।
১৪৮	গোবিন্দপুরদিগর।	গোপীনাথ দেব।	২৬৫।০	গোবিন্দপর, গোমরা, চকরামপুর, প্যানবর, বাকারকান্দা।
১৪৯	সাপমারি।	নবকুমার চৌধুরী।	৩১৯/০	সাপমারি, ছতরকোণা, উরফা-ছতরকোণাবন্দ কুরনগর।
১৫৪	সিঙ্গাবরুণা।	ঐ।	১৫২।০	সিঙ্গাবরুণা, ভটপ র শালমারা, ডুইনম্নি-গজারিকুড়া।
১৭৩	উরফা।	রামশরণ নন্দী।	৫৫৶০	উরফা, উরফাছতরকোণাবন্দকুর-নগর, প্রতাপিয়াবরইস্তাইর।

১৭৪	পণ্ডিত রামগররহ তালুক হিং ॥৹আনা	গৌরীপ্রসাদ লস্কর।	৬৩।৹	পাইকপাড়া, মুখ্যমাঝিআইল।
১৭৫	ঐ হিং ॥৹ আনা।	রামমোহন বিন্দু।	৯৫।৹	ঐ।
২০৭	আমতৈল।	রামকেশব সেন।	২৩/৹	আমতৈল নিশ্চিন্তপুর।
২২৯	চৈতনখিলা।	রামরত্ন নন্দী।	৬।৵৹	চৈতনখিলা।
২৩০	তারাকান্দি।	ঐ।	৫।/৹	তারাকান্দি।

দায়েমি বন্দোবস্তি।

নম্বর।	যে নামে খ্যাত।	মালিক।	সদরজমা।	গ্রাম *।
৪৯৫৮	নৈয়ারি কুড়া।	হরচন্দ্র চৌধুরী।	১৩৫৯৵৹	নৈয়ারি কুড়া।
৫০০০	চরঘুগরাকান্দি।	গোবিন্দকুমার চৌধুরী প্রঃ	৯১৲	চরঘুগরাকান্দি।
৫০২০	উমতা গয়রহ।	বলরামদাস বৈরাগী প্রঃ।	১০৫৪/৹	উমতা (প্রঃ উমতাবাগ), বীরবান্দা, হাতিবান্দা, ইলশা, কলসপার, নরসিংহবাগ,

* কোন কোন গ্রাম সম্পূর্ণ ও কোন কোনটির অংশ বা ভূমি।

				(প্রং বাইরকান্দি), হনুমান- বাগ (ঐ), রামবাগ।
৫০২৩	ছাতার কান্দি।	কৃষ্ণচরণ শর্ম্মরায় প্রঃ।	১৪।/০	ইনাতপুর (প্রং ছাতার কান্দি)
৫০২৪	দরগাকাদিরপীর।	সৈয়দ মামুদ আজিম।	২০॥০	চরদরগাকাদিরপীর।
৫০২৭	হেড়ুয়া	শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য।	৮৸৶০	চরসেরপুর, বালিয়া, গোপাল- খিলা।
৫০২৯০	বারকপাড়া।	হরিনারায়ণ ব্রহ্মচারী।	৬৪৸০	বারকপাড়া।
৫০৩০	বাঊাযোড়।	বলমন্তগীর সন্ন্যাসী।	১৬৸৶০	বাঊাযোড়।
৫০৪৬	জাটিয়া এওজ রামনগর।	সরকার বাহাদুর।	৫৲	রামনগর।
৫০৬০	লঙ্গর পাড়া।	রত্নমালা দেব্যা নিলাম খরিদদার বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী।	১৩।০	লঙ্গর পাড়া।
৫০৬২	দহেরপার যোগা- নিয়া।	তারামণি চৌধুরাণী।	৯০/০	দহেরপার, কোণাপাড়া যোগা- নিয়া, শরচাপুর, নাচনমহরি।
৫০৬৩	কুমিরা।	রামকমল ভট্টাচার্য্য।	৯৸৶০	চরকুমিরা।

৫০৬৬	জানকীখিলা।	ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।	৪৭৬৴০	জানকীখিলা বন্দশালমীরা।
৫০৬৭	বানিয়াপাড়া গয়রহ।	রামকুমার চক্রবর্ত্তী প্রঃ।	৪৬।৶০	বানিয়াপাড়া, কালাইকান্দা, কালীঞ্জিপাড়া।
৫০৭২	বালিয়া বাবতচর।	ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।	২৫৭৸০	বালিয়া, চরঅন্নপূর্ণা।
৫০৭৪	অভয়াপুর।	রামদুলাল চক্রবর্ত্তী।	২৫৶০	অভয়াপুর।
৫০৭৫	বাগেশ্বরদিগয়রহ।	কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। প্রঃ	১৭৶০	বাগেশ্বরদি (প্রং চকআড়িয়া কান্দা), দেবাল, কাড়ারপাড়া।
৫০৮৯	সেরপুর।	গঙ্গাধর শর্ম্মা প্রঃ।	২২।০	আতুয়াজঙ্গল (চর জঙ্গল), বাদেখড়িয়া, সিঙ্গারকান্দা।
৫০৯৫	ভুটিয়াসহর কান্দা।	দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০১	ভুটিয়াসহর কান্দা।
৫১০১	ধোবারচর।	ঐ।	৫৫্	ধোবারচর।
৫১০৯	বাদেঘোনাপাড়া।	অন্নদা দেব্যা।	২৬॥৶০	বাদেঘোনাপাড়া।
৫১১৮	অমৃতা।	বিশ্বেশ্বরী দেব্যা প্রঃ।	৪॥৶০	অমৃতা।
৫১২৮	ছতর কোণা।	রামমণি দেব্যা।	৪০॥৶০	ছতর কোণা, ধুকুরিয়া।
৫১২৯	নারায়ণপুর।	গৌরমোহন শর্ম্মা।	৩৩।৴০	নারায়ণপুর, শীতলপুর, ঘাগরা-বন্দকোনাগাঁও, নরাইল, পাই-কুড়া, সঙ্করা।

৫১৩২	শালধা।	রামছলাল চক্রবর্ত্তী।	১৫৫।০	শালধা।
৫১৬৫	তাতিহাটি।	চন্দ্রমণি দেব্যা।	১৩॥৶০	তাতিহাটি।
৫১৭৩	বালিয়াচণ্ডী।	অন্নপূর্ণাদেব্যা।	১৪৲	বালিয়াচণ্ডী।
৫২২৩	পূর্ব্ববহলি।	হরচন্দ্র চৌধুরী।	৩০৲	পূর্ব্ববহলি।
৫২৪০	কামারিয়া-লক্ষ্মণপুর।	ঐ	২৬০	কামারিয়া, লক্ষ্মণপুর।
৫২৪৬	পাঁচকাহনিয়া গয়রহ।	সরস্বতী গুপ্তা।	১১৭/০	পাঁচকাহনিয়া, চাকটিয়া, বন্দ-দত্তের চর।
৫২৮১	কাউয়াকুড়ি।	হরচন্দ্র চৌধুরী।	১৪০৶০	কাউয়াকুড়ি, দত্তেরচর।
৫২৮৩	হেড়ুয়ার চর।	ঈশ্বরী দেব্যা।	২১॥৶০	হেড়ুয়ারচর।
৫২৮৭	জগতপুর-সিঙ্গার কান্দা।	লক্ষ্মীপ্রিয়া দেব্যা।	১৪৲	জগতপুর, সিঙ্গারকান্দা।
৫৩০৫	ভায়াডাঙ্গা।	চন্দ্রধর ভট্টাচার্য্য।	৫২৲	ভায়াডাঙ্গা, কবুতরমারি।
৫৩১৩	রৌহা।	কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।	২০৲	রৌহা।
৫৩৪০	বাঁশহাটি।	ইন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মজোয়ারদার।	৩৫৲	বাঁশহাটি, পাগলা।
৫৩৪২	পাগলা রূপসী।	রামকমল শর্ম্ম জোয়ারদার।	৪১।০	পাগলা, রূপসী, বাঁশহাটি।

৫৩৫৪	গোমগাঁও।	রাধানাথ শর্ম্ম মজুমদার।	১২।৶০	চরগোমগাঁও।
৫৩৮৩	চরপাড়াখুনুয়া।	নবকুমার চৌধুরী প্রঃ।	৩৮৭।/০	চরপাড়াখুনুয়া।
৫৩৯৫	ধোবারচর।	হরকিশোর চৌধুরী।	৩০৭	ধোবারচর।
৫৪২৪	বাদলাকুড়াগয়রহ।	রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।	১৬৬	বাদলাকুড়া, বন্দশীতলপাড়া, রঘুনাথপুর, তারাগড়মালভাঙ্গা, বালিচান্দা।
৫৪২৫	রৌহা-পলাশ কান্দি।	রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য।	৫০/০	রৌহা, পলাশকান্দি, মাদারপুর।
৫৪৭২	আয়নাপুর।	নবকুমার গোস্বামী।	৯৫	আয়নাপুর, চরকাউড়িয়া, বাটাযোড়।
৫৫৪২	চরকামানিয়ারপার।	করুণাময়ী গুপ্তা।	৫০।৮	চরকামানিয়ারপার।
৫৫৭৫	আশ্রম তেঘরিয়া।	জয়নাথ ভট্টাচার্য্য।	২০।০	আশ্রম তেঘরিয়া, ফণিয়া।
৬০০২	পাঠাকাটা।	পীরমামুদ সরকার।	১৮	পাঠাকাটা।

সরাসরি বা ইজারাবন্দোবস্তি।

নম্বর।	যেনামে খ্যাত।	যাহার নামে বন্দোবস্ত।	সদরজমা।	গ্রাম *।
৪৯৮১	চরপাড়াটেঙ্করাপাড়া।	কেরুডি সাহেব।	১৮০।৶০	চরপাড়াটেঙ্করাপাড়া।

*কোন কোন গ্রাম সম্পূর্ণ ও কোন কোন টির কতক অংশ বা ভূমি।

৫০১২	বাণীছালা।	হরকিশোর শর্ম্ম মজুমাদার।	৬৪৵০	বাণীছালা।
৫০১৭	গড় জরিপা।	হরকিশোর চৌধুরী।	৩০০৲	গড় জরিণা।
৫১২২	চরবাছুর আলগি।	কেত্রডি সাহেব।	১৩৬৷৷০	বাছুর আলগি
৫১৪৩	চরকুমরি।	রাজনারায়ণ কর।	৩৫৵০	চরকুমরি।
৫১৭৯	টিকিয়ারচর।	নবকুমার চৌধুরী।	২১৮৷৶০	টিকিয়ারচর।
৫১৯৪	বেত্তমারি।	কে, ত্রডিসাহেব।	২০০৯৷৷/৫	চর বেতমারি।
৫২০৮	চরবাঁশতলা।	রাধানাথ শর্ম্ম মজুমদার।	৪৷০	চরবাঁশতলা।
ঐ ৫২০৯	ভেলোয়া।	হরকিশোর চৌধুরী।	১০৲	ভেলোয়া।
৫২১০	ঝাউয়ার চর। (প্রং ইলশারচর)।	দুর্গাচরন ভট্টাচার্য্য।	১২৯	ঝাউয়ার চর।
৫২২২	চররাম জগন্নাথ।	হরচন্দ্র চৌধুরী	১৩২৵০	চররাম জগন্নাথ।
৫২৫৫	রামেরচর।	হরকিশোর চৌধুরী।	১৩৪৷৶০	রামেরচর।
৫২৭৩	চরছনকান্দা।	ঐ	২১৮৷৶০	ছনকান্দা।
৫২৭৪	ঝাউয়ারচর (ওরফে ইলসার চর।)	দীনবন্ধু বন্দোপাধ্যায়।	২৩১৲	ঝাউয়ার চর।
৫২৮০	কুমরির চর।	ঐ	২২১৵০	চরকুমরি।

৫৩০৩	চরশ্রীপুর।	কে ত্রডি সাহেব।	১৮৮৲	চর শ্রী পুর।
৫৩৫৩	চরশলঙ্কা।	রাধানাথ শর্ম্ম মজুমদার।	৮॥০	চর শলঙ্কা।
৫৩৬৪	রূপসী।	রামকমল শর্ম্ম জোয়ারদার।	১৪৷৶০	রূপসী।
৫৩৭১	কুড়িপাড়া।	রাধানাথ শর্ম্ম মজুমদার।	২।৴০	চরকুড়ি পাড়া।
৫৩৭৮	চরজঙ্গলদিগয়রহ।	কে ত্রডি সাহেব।	১০৬১৲	চরজঙ্গলদি,চরবারইগাছি, শোলার চর।
৫৪০০	লক্ষ্মীরচর।	ঐ	৫০৭৷৶০	লক্ষ্মীরচর।
৫৪৪৫	সুবর্ণেরচরগয়রহ।	শ্যামকুমার রায়।	১২॥৴০	লালাগঞ্জ (প্রং সুবর্ণেরচর), সুবর্ণের চর।
৫৪৫৪	চরডুবলাই।	কেব্রডি সাহেব।	১২৮।৶০	চরডুবলাই।

ওয়াঞ্জাপ্তি লাখেরাজ।

মোকদ্দমার নম্বর।	গ্রাম *।
৩৩	কান্দুলি, জগতপুর, সিঙ্গারকান্দা।
১৩৩	গড় জরিপা।

* কোন কোন গ্রাম সম্পূর্ণ ও কোন কোনটির কতক অংশ বা ভূমি।

৪৩১	গনইগুরুরাপাড়া প্রঃ, নারায়ণপুর, স্বদেশী।
৩২	কলশপার, প্রভাপিয়াবরইত্তুইর।
৪৩৮	খড়মপার, গোয়ালগাও-বাটাযোড়, লীরী।
৪৬১	শীতলপুর।
৪৬২	গুজাকুড়া।
৪৭৩	দহেরপার, ভালুকা, মণ্ডলিয়াপাড়া।
৪৭৪	ভত্র, দরিনওগাঁও, মানিকাকুড়া, সূর্য্যদি, হাপানিয়া।
৪৮২	সুলতানপুর।
৭০২	জালকাটা।
৭০৪	কালীহর, পাঠাকাটা।
৭১৯	মেদাবড়িকান্দি।
৭২৩	গোড়াগড়-বন্দ কাদেরা।
১১৩৯	নবীনচর।
	ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট।

(২য়)

ভূমি।

পাহাড় অঞ্চলে পচাপাত্তর নামে একপ্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা উত্তম গৈরিকবর্ণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিল্প।

সেরপুরে জোঙ্গ, সরঙ্গা, ও কোন্দা এই তিন প্রকার নৌকা প্রস্তুত হয়। জোঙ্গের তলদেশ চেটাল এবং পেট বড়, এজন্য উহা অল্প জলে বহুভার বহন করিয়া চলে।

বাণিজ্য।

জফরসাহি ও পাতিলাদহ হইতে মৎস্য আসিয়া থাকে।

শাসনপ্রণালী।

অল্পকাল হইল শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী সহর-সেরপুরের অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন।

সমাপ্ত।

পর না সেরপুর
জিলা ময়মনসিংহ
১ ইঞ্চিতে ২ ক্রোশ
সহর
গ্রাম
নদী ও নালা
বালি
ঝিল ও বিল
জঙ্গল
হাট
থানা
রাস্তা
পাহাড়
On Transfer paper by